

ভোটের কাজ থেকে ছাড় পাচ্ছেন না অধ্যাপকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ কলেজ শিক্ষকদের ভোটের কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে সিঙ্গল বেক্সের নিষেধাজ্ঞায় স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বঞ্চ। মঙ্গলবার বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় গুপ্তার ডিভিশন বঞ্চ নির্দেশ অনুযায়ী, অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে কাজ করতেই হবে। আদালতের বক্তব্য, কয়েকজন শিক্ষক মামলা করলেও অনেকই কমিশনের নির্দেশ মতো দায়িত্ব নিয়েছেন। এই নিয়োগ কমিশনের কতটা প্রয়োজন, সেটাও উপলব্ধি করতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ডিভিশন বঞ্চ উল্লেখ করেছে, তাঁদের যদি প্রিসাইডিং অফিসারের দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহলে সেটাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের বক্তব্য, দেশের প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় স্বার্থ দেখা বাধ্যতামূলক। সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এমন বৃহ কর্মযজ্ঞে কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি কর্মীদের বেশি কাজে লাগানো হয়। আর এই ক্ষেত্রে সকলেই রাজ্যের সরকারি কলেজ অধ্যাপক, ফলে তাঁদের নিয়োগে কোনও বাধা নেই।



কোর্ট কমিশনের ২০২৩ সালের বিজ্ঞপ্তিকে মান্যতা দিয়ে এটাও জানাচ্ছে যে, কমিশন জানাতে পারেনি, ঠিক কতজন শিক্ষককে তাঁদের ভোটের বুথে প্রয়োজন। ভোটের পাঁচ দিন আগে এইভাবে হস্তক্ষেপ করলে ভোটে খারাপ প্রভাব পড়তে পারে বলেও পর্যবেক্ষণ আদালতের। ফলে আপাতত কলেজ শিক্ষকদের ভোটের বুথে দায়িত্ব দিতে কমিশনের আর কোনও বাধা হইল না। বিচারপতি অধ্যাপকদের আইনজীবীদের উদ্দেশে বলেন, “কোন লেভেলের কোন পজিশনে কমিশন নিয়োগ করছে বলে কলেজ শিক্ষকদের সমস্যা হচ্ছে? এটা স্পষ্ট নয়। শিক্ষার কি নিজেদের পছন্দ মতো পদ চাইছেন, এটাই এখনও স্পষ্ট নয়। কীসের জন্য গোটা ভোট প্রক্রিয়ায় তাঁরা মামলা করে বাধা তৈরি করছেন?” আইনজীবী উত্তরে বলেন, “কমিশন নিজের মতো বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ডিউটি দিচ্ছে। সেখানে রান্স স্ট্যাটিস ও বেতন দেখা হচ্ছে না। কিন্তু বিধিতে সেটাই দেখার কথা বলা আছে। বিধি অনুযায়ী গ্রুপ এ অফিসারদের সুনির্দিষ্ট কারণ না দেখিয়ে ভোটের বুথে নিয়োগ করা যায় না, অথচ এখানে সেই বিধি মানাই হয়নি।” ‘ভোটের তিনদিন আগে এটা করা যাবে না’ বলে স্পষ্ট নির্দেশ ডিভিশন বেক্সের। ডিভিশন বঞ্চ বলেছে, “আপনাদের এই মামলা ভোটের আবেহ একটা নতুন ঝামেলা তৈরি করবে। সবচেয়ে বড় কথা, কে কোন পদে কাজ করবে এটা কোথাও স্পষ্ট করা নেই। ভারতবর্ষে ভোটের জন্য সবাইকে বাঁপিয়ে পড়ে কাজ করতে হবে। এটা আমাদের দায়িত্ব।”

ভোটের দু’দিন আগে নন্দীগ্রামে বদল পুলিশ পর্যবেক্ষক নিজেদেরই নিযুক্ত কর্তাকে সরিয়ে দিল কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ ভোটের দু’দিন আগে নন্দীগ্রামেও পুলিশ পর্যবেক্ষক বদল! ভোটের নির্ধািত যোগ্যতার হওয়ার পর জায়গায় জায়গায় পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেছিল নির্বাচন কমিশন। নন্দীগ্রামে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল হিতেন্দ্র চৌধুরীকে। আগামী ২৩ এপ্রিল ভোটগ্রহণের মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেই তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হল। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অখিলেশ সিংকে। কিন্তু বিজ্ঞপ্তিকে কেন সরানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কমিশন এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু জানায়নি এখনও।

এর আগেও একাধিক জায়গায় পুলিশ পর্যবেক্ষক বদলে দিয়েছেন কমিশন। ঘটনাক্রমে, রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা হাতে আসার পর যে সব পুলিশ অফিসারকে পর্যবেক্ষক করে পাঠানো হয়েছিল, সারানো হচ্ছে তাঁদেরই। চলতি মাসেই সরানো হয়েছিল কোচবিহারের পুলিশ পর্যবেক্ষককে। অখিলেশ উঠেছিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সঙ্গে বৈঠকে ওই পর্যবেক্ষক তাঁর আওতাধীন

এলাকার মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বলতে পারেননি। তাতেই জ্ঞানেশ ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁদের নির্যেশ নির্দেশ দেন। তার আগে মার্চ মাসেও মালদার চার কেন্দ্র মানিকক, মোথাবাড়ি, সূজাপুর এবং বৈষ্ণবনগরের পুলিশ পর্যবেক্ষকদের দায়িত্ব থাকা জয়ন্ত কান্তকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা জয়ন্তের স্ত্রী বিজ্ঞপির নেত্রী, এই দাবি করে তৃণমূল কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল। তাদের প্রশ্ন, জয়ন্তের স্ত্রী বিজ্ঞপির সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় তিনি কি আদৌ নিরপেক্ষ ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন? একই সঙ্গে আরও পাঁচ জন পুলিশ পর্যবেক্ষককে বদলের কথা জানিয়েছিল কমিশন। জঙ্গিপুর, রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদিঘির দায়িত্বে আনা হয়েছিল নতুন পুলিশ পর্যবেক্ষক। নতুন পর্যবেক্ষক দেওয়া হয়েছিল জামুড়িয়া, আসানসোল দক্ষিণ, আসানসোল উত্তর, কুলটা, বারাবনিতও। খড়্গাপুর সদর, পিংলা, খড়্গাপুর এবং ডেববার দায়িত্বে থাকা পুলিশ পর্যবেক্ষককেও বদলে দেওয়া হয়েছিল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, হলদিয়া, ২১ এপ্রিলঃ হলদিয়ার নির্বাচনী সভা থেকে নাম না করে শুভেন্দু অধিকারীকে তীব্র আক্রমণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই সভা থেকেই মেদিনীপুর নিয়ে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও মঙ্গলবার জানিয়ে দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। নির্বাচনী প্রচার সভা থেকেই নেত্রীর ঘোষণা, ভবিষ্যতে মেদিনীপুরের দায়িত্ব থাকবে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই। এ বিষয়ে তিনি বলেন, “আগামী দিনে মেদিনীপুরের দায়িত্ব নিয়ে অভিষেকই কাজ করবে।” এখানেই শেষ নয়, বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীকে তৃমূল তুলোধোনা করেন নেত্রী। নাম না করে তাঁকে ‘গন্দার’ বলে অভিহিত করে তিনি বলেন, “হলদিয়া থেকে টাকা কোথায় যায় সব আমি জানি।” ২৬-এর ভোটের কাউন্টিংয়েও লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা প্রকাশ নেত্রীর। এ দিন হলদিয়ার সুতাহাটা সুবর্ণ জম্জমী মাঠে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গান্ধারদের রাজনৈতিক ভাবে উৎখাত করার দায়িত্ব আমাদের।” প্রসঙ্গত, এর আগে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বলতে শোনা গিয়েছে ভোটের জয়ের পরে এলাকার উন্নয়নের দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নেন। তবে এই প্রথম তৃণমূল সুপ্রিমো সরাসরি মেদিনীপুরের কেন্দ্রগুলোর দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেওয়ার কথা ঘোষণা করছেন। এ দিন হলদিয়ার সভার শুরু থেকেই

তৃণমূল সুপ্রিমোর নিশানায় ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ২১-এর ভোটের স্মৃতি মনে করিয়ে গণনার আগে লোডশেডিংয়ের আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তাঁর অভিযোগ, “আগের

তৃণমূল সুপ্রিমোর ভাষণে। নাম না করে অধিকারী পরিবারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন তিনি। মমতা বলেন, “নন্দীগ্রামের ঘটনা সব জানত। বাপ-ব্যাটা কেউ কিন্তু ৭-১০ দিন বেরোয়নি। আমি একা

কটমনি কে খায়? যত কোম্পানি আছে, তাদের থেকে মাসে মাসে টাকা কে তোলে? সব একজনই তোলে। কত টাকা হলদিয়া থেকে যায়, এটার একটা তদন্ত হোক। তৃণমূলের লোকেরা শুধু প্রেস্তার হবে?” ক্ষোভ উগরে নেত্রীর সংযোজন, “আমি এদের আজ নয়। দীর্ঘদিন ধরে চিনি। আমি অনেক দিয়েছি এই পরিবারকে। আর পারব না দিতে। এখনও বিজেপির সাহায্যে দুধে ভাতে আছে। হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বিনিয়োগ করে রেখেছে।” এই সভা থেকেই প্রশাসনের কাছেও নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করার অনুরোধ রেখেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

একইসঙ্গে ভোটদান ও কাউন্টিংয়ের দিন জেলাবাসী সতর্ক থাকারও আর্জি জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ব্যারাকপুরে তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তীর সমর্থনেও জনসভা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর। সেই সভা থেকে তিনি দাবি করেন, “বাজেটে বলেছিলাম ৪ শতাংশ ডিএ দেবা নির্বাচন কমিশন সেই কফিল আটকে রেখেছে। আমি বম্বব,

সরকারি কর্মচারীদের স্বার্থে দ্রুত কফিল ছাড়ুন। এটা আপনাদের কাছে যোগ্যরই কথা নয়, কারণ এটি ভোটের আগের ঘোষণা।” মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, “ইতিমধ্যেই ২৫ শতাংশ ডিএ দেওয়া হয়েছে। নতুন করে ঘোষণা করা ৪ শতাংশ ডিএ এপ্রিল মাসের বেতনের সঙ্গেই সরকারি কর্মীরা পাবেন। আমি যা কথা দিই, তা রাখি।” হলদিয়া, বারাকপুর এবং জগদলপুরের পর কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জনসভা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দ্বিতীয় দফায় আরও কড়া নিরাপত্তা

কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে থাকবে ৩৮ হাজারেরও বেশি রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার নির্বাচন বাংলায়। ভোট রয়েছে কলকাতা-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ আসনে। ফলে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনকে নিয়ে বিশেষভাবে সতর্ক কমিশন। আরও জোরদার করা হচ্ছে নিরাপত্তাবলয়। এই মর্মে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে লালবাজারের তরফে। আর সেই নির্দেশিকা অনুসারে আগামী ২৯ এপ্রিল অর্থাৎ দ্বিতীয়দফায় মোতায়েন করা হচ্ছে মোট ৩৮,২৯৭ জন পুলিশকর্মীকে। শুধু রাজ্য পুলিশ নয়, থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীও। কমিশন সূত্রে খবর, প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে মোতায়েন থাকবে। জেলার অন্যান্য জায়গাগুলিতে কীভাবে কোথায় বাহিনীকে মোতায়েন করা হবে, সেই রূপরেখাও দেওয়া হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, বাসসত, বারাকপুর, বাকুইপুর, ডায়মান্ড হারবার, সুন্দরনগর, হাওড়া ক্রুরাল, কৃষ্ণনগর, রানামাটি, হুগলি কুরাল, পূর্ব বর্ধমান-সহ একাধিক জেলায় বিপুল এই বাহিনীকে মোতায়েন করা হবে। এছাড়াও বিধাননগর, হাওড়া ও চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এবং আসানসোল-দুর্গাপুর এলাকাগুলিকে কেন্দ্র করেও রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তাবলয় থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে সবথেকে বেশি বাহিনী থাকবে কলকাতায়। থাকবে ৭,২৪১ জন। মূলত এলাকায় শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার পাশাপাশি স্পর্শকাতর বৃথগুলিতেও নজরদারি পরিকল্পনা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। জারি করা নির্দেশিকা অনুযায়ী, আগামী ২৪ এপ্রিল থেকেই ধাপে ধাপে বাহিনী নির্দিষ্ট এলাকাগুলিতে পৌঁছে যাবে। তবে ভোটের আগে অর্থাৎ ২৬ এপ্রিলের মধ্যেই তা সম্পূর্ণ করে ফেলতে হবে স্পষ্ট বার্তা। শুধু তাই নয়, প্রতিটি জেলায় একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যিনি গোটা বারবাহপনা তদারকি করবেন। লালবাজার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, বাহিনী মোতায়েনের ক্ষেত্রে কোথাও কোনও ঘাটতি বরাদ্দ করা হবে না।

প্রথম দফায় ১৬ জেলায় ১৫২ আসনে ভোটগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ এপ্রিলঃ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভার নির্বাচনে প্রথম দফায় আগামী ২৬ এপ্রিল ১৬টি জেলায় মোট ১৫২ আসনে ভোট গ্রহণ করা করা হবে। ভোট গ্রহণের জন্য ২ হাজার ৯৫৮টি অক্সিলিয়ারি সহ মোট ৪৪ হাজার ৩৭৬টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র শোলা হচ্ছে। শহরে ৫ হাজার চারশো ৮৭টি এবং গ্রামাঞ্চলে ৩৫ হাজার ৯৬১টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র খোলা হচ্ছে। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ৫ হাজার ৬৪৪টি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত, ২০৭টি মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে।

বালুরাট ও আসানসোল উত্তর এই দুই বিধানসভা কেন্দ্রের ১টি করে মোট দুটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পিডব্লিউ পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র। ১০০ শতাংশ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ওয়েবকাস্টিং করা হবে। প্রথম দফা নির্বাচনে মোট ১ হাজার চারশো ৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছে তার মধ্যে মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৭ জন। প্রথম দফা ভোটগ্রহণে প্রতিদ্বন্দ্বী

প্রার্থীর হিসেবে সবচেয়ে বেশি ১৫ জন প্রার্থী রয়েছে কোচবিহার দক্ষিণ, করণদীঘি ও ইটাহারা। এবং প্রার্থীর দিক থেকে সবচেয়ে ছোট চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রে সেখানে প্রার্থীর সংখ্যা ৫। প্রথম দফায় ১০০ বেশি বয়সের ভোটারের সংখ্যা চার হাজার ২৫, ৮৫ বছরের বেশি ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ চার হাজার ৬১৮ জন। পিডব্লিউ ভোটারের সংখ্যা ৬ লক্ষ ৫৩ হাজার দুশো ৪৪ জন। বিধানসভা কেন্দ্রের আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট বিধানসভা কেন্দ্র শিলিগুড়ি যার আয়তন ৪১ দশমিক ৯ বর্গ কিলোমিটার, এবং সবচেয়ে বড় বিধানসভা কেন্দ্র কালিঙ্গপুর। ভোটারের নিরিখে সবচেয়ে ছোট বিধানসভা কেন্দ্র মর্শিদাবাদ জেলার সামসেরগঞ্জ ভোটদাতার সংখ্যা ১ লক্ষ ৬১ হাজার এর বেশি। এবং বড় বিধানসভা কেন্দ্র ওই জেলারই দাসপুর বিধান সভা কেন্দ্র ২ লক্ষ ৯৬ হাজারের বেশি বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী অধিকারিকের দপ্তর সূত্রের খবর।

‘মমতার সরকারের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড অ্যান্ডারমোদি’, ঝালমুড়ির প্রসঙ্গ টেনে খোঁচা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ২১ এপ্রিলঃ গত রবিবার ঝাড়গ্রামের রাস্তায় দাড়িয়ে ঝালমুড়ি খেয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার সেই ঝাড়গ্রামে দাড়িয়ে মোদিকে তোপ দাগলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এবং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তুলনেনে ঝালমুড়ি প্রসঙ্গও। তাঁর অভিযোগ, ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী মোদি। কেন এ কথা বলেছেন, সেটাও খোলাসা করেছেন তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মতে, ঝাড়গ্রামে ২০১১ সালের আগে মানুষ ১০টার পরে বেরোতেন না। সেখানে প্রধানমন্ত্রী ঝালমুড়ি খাচ্ছেন, এটাই মমতা সরকারের উন্নয়ন বলে জানিয়েছেন তিনি। তুলে এনেছেন পাহাড়ের প্রসঙ্গ। অভিষেকের দাবি, “যে পাহাড়ে নয়ের দশকের পরে কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেতে পারতেন না, সেখানে অমিত শাহ এসে মিটিং করছেন।” প্রসঙ্গত এ দিনই সুকান্য দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মিটিং করেছেন অমিত শাহ। যে দোকানে মুড়ি খেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। সেই দোকানদার আদতে বিহারের গয়ায় বাসিন্দা। এই বিষয়টি টেনে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার- নিয়ে প্রচারের বিরুদ্ধে

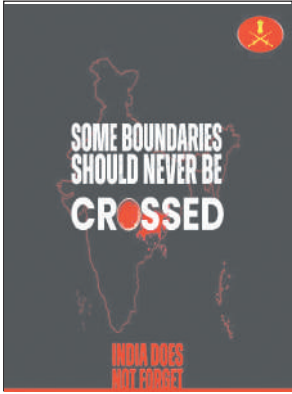
ঝালমুড়ি খেতে দেখিনি। মধ্যপ্রদেশে কোথাও দেখিনি।” তাঁর তর্পাদ, “২০১১ সালের আগে যদি এই ঘটনা ঘটত, প্রধানমন্ত্রীর হেলিকপ্টার ঝাড়গ্রামে নামত না, আকাশেই চক্রর কটিত।” ঝাড়গ্রামের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক। তিনি বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সবচেয়ে বড় ব্র্যান্ড অ্যান্ডারমোদি প্রধানমন্ত্রী মোদি।” কেন এ কথা বলেছেন, সেটাও খোলাসা করেছেন তিনি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের মতে, ঝাড়গ্রামে ২০১১ সালের আগে মানুষ ১০টার পরে বেরোতেন না। সেখানে প্রধানমন্ত্রী ঝালমুড়ি খাচ্ছেন, এটাই মমতা সরকারের উন্নয়ন বলে জানিয়েছেন তিনি। তুলে এনেছেন পাহাড়ের প্রসঙ্গ। অভিষেকের দাবি, “যে পাহাড়ে নয়ের দশকের পরে কোনও মুখ্যমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেতে পারতেন না, সেখানে অমিত শাহ এসে মিটিং করছেন।” প্রসঙ্গত এ দিনই সুকান্য দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে মিটিং করেছেন অমিত শাহ। যে দোকানে মুড়ি খেয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। সেই দোকানদার আদতে বিহারের গয়ায় বাসিন্দা। এই বিষয়টি টেনে বিজেপির ডবল ইঞ্জিন সরকার- নিয়ে প্রচারের বিরুদ্ধে



বড়জোড়া। ২০১৯ সাল থেকে বিষ্ণুপুরে বিজেপি সাংসদ। এই লোকসভার অধীনে একাধিক বিধানসভাও বিজেপির দখলে। অভিষেকের চ্যালেঞ্জ, ডবল ইঞ্জিনের সরকারের কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা তৃণমূল সরকারের মতো উন্নয়ন করতে পারেননি তাঁর ভাষণে এসেছে বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের কথা। এই কেন্দ্রের বাসিন্দাদের গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য আগে বাকুড়া মেডিক্যাল কলেজে অথবা দুর্গাপুরে যেতে হতো। এখন বড়জোড়া সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে একাধিক রোগের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। রয়েছে কেমেথেরাপি, ডায়ালিসিস ও ব্লাড ব্যাকের সুবিধাও। ২০২১ সালের নির্বাচনে ফায়ার ব্রিগেড করা হবে বলে কথা দিয়েছিলেন অভিষেক। ওই নির্বাচনে বড়জোড়ার জয়ী হন তৃণমূলের প্রার্থী। তারপরে সেই আশ্বাস পূর্ণ করা হয়েছে বলে মনে করিয়েছেন অভিষেক। ওই এলাকায় আইটিআই কলেজ ও কর্মরত, কিসান মাণ্ডির কাজ হয়েছে বলে মনে করিয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের সাধারণ সাংসদ। বড়জোড়া গ্রন্থের ১১টি পধ্যতেই এবং গঙ্গাজলঘাটের ৬টি পধ্যতেই নিয়ে তৈরি বড়জোড়া বিধানসভা। সেখানে মোট ৮০ হাজার

জন লক্ষ্মীর অগুর পান, যার জন্য সরকার খরচ করে মাসে ১৩ কোটি টাকা। গত ৩ বছরে এই এলাকায় ৮০ কোটি টাকার প্রাণী রাস্তা তৈরি হয়েছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশ্বাস, আগামী পাঁচ বছরে ১৬০ কোটি টাকার রাস্তা হবে। নলবাহিত পানীয় জল এবং আবাসন প্রকল্পের কাজ নিয়েও বড় আশ্বাস দিয়েছেন। কেন জেতাতে হবে তৃণমূলের? এ দিন অভিষেক বললেন, “বিজেপি জিতলে বড়জোড়ার টাকা যাবে গুজরাটে। তৃণমূল জিতলে বাকুড়ার টাকা বাকুড়ায়, বড়জোড়ার টাকা বড়জোড়ায়, গঙ্গাজলঘাটের টাকা গঙ্গাজলঘাটতে ব্যবহৃত হবে।” তাঁর আশ্বাস এই এলাকা থেকে তৃণমূল জিতলে সেই বিধায়ক গঙ্গাজলঘাট, বেলিয়াতোড়, বড়জোড়া ছুটে বোড়বেন। বড়জোড়া থেকে ৩০ হাজার ভোটে জিতলে টোমথার মোড়ের বাসজন্দের সমস্যা মোটামো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন অভিষেক। এ দিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “শ্যাম মিশ্র জিতলে বড়জোড়ার সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব আমার।” সাধারণ কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে মঞ্চে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে অভিষেক বলেন, “এই ভালোবাসার ঋণ সুদে আসলে আগামী দিনে শোধ করা হবে।”

কিছু সীমা অতিক্রম করতে নেই, পহেলগাম হামলার বার্ষিকীর আগে বার্তা সেনার



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ এপ্রিল : পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীর প্রাক্কালে, ভারতীয় সেনাবাহিনী মঙ্গলবার নায়বিচারের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পূর্নবাক্ত করেছে। ‘মানবতার সীমা’ লঙ্ঘিত হলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছে। সেনার পক্ষ থেকে ম্পষ্টভাবে বার্তা দেওয়া হয়েছে, ‘কিছু সীমা কখনোই অতিক্রম করা উচিত নয়।’মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী জানিয়েছে, যখন মানবিকতার সীমা লঙ্ঘিত হয়, তখন জবাব হয় চূড়ান্ত। নায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারত একাবদ্ধ। পোস্টারটির সঙ্গে একটি ভিজুয়াল বার্তাও ছিল, যেখানে লেখা ছিল কিছু সীমা কখনোই লঙ্ঘন করা উচিত নয়। উল্লেখ্য, পহেলগাম সন্ত্রাসী হামলার বার্ষিকীকে সামনে রেখে জন্ম ও কাশ্মীরের প্রধান পর্বটন কেন্দ্রগুলিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। মঙ্গলবার স্টেটলি রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে ডাল লেকের আশেপাশে টহল জোরদার করেছে।

বিভিন্ন রুট থেকে বাস তুলে নেওয়ায় যাত্রী পরিষেবা দিতে অসুবিধা

কলকাতা,২১ এপ্রিলঃ আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম দফা এবং উনত্রিশ তারিখে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য বিভিন্ন রুট থেকে বাস তুলে নেওয়ায় যাত্রী পরিষেবা দিতে অসুবিধা হবে বলে বিভিন্ন বাস সংগঠন জানিয়েছে। জয়েন্ট কাউন্সিল অফ বাস সিন্ডিকেটের সম্পাদক তপন বণে দ্যাপাধ্যায় জানিয়েছেন বৃহস্পতিবারের নির্বাচনের জন্য আজ থেকে বিভিন্ন রুটে প্রচুর সংখ্যায় বাস অধিগ্রহণ করা হয়েছে। আগামীকালের মধ্যে তাদের নির্বাচনী দায়িত্বে রিপোর্ট করবে বলা হয়েছে। অন্যদিকে ২৯ তারিখে নির্বাচনের আগে ২৬ তারিখ থেকেই বিভিন্ন রুটের তুলে নেওয়া বাসগুলিকে সংশ্লিষ্ট ডিসিআরসি তে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। টোটা মে ভোট গণনার পরে ৬ তারিখ পর্যন্ত রাত্তায় বাস কম থাকবে বলে পরিবহন সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে।

আবহাওয়ায় বদল হিমাচল প্রদেশে, ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস শিমলা, ২১ এপ্রিল ঃফের আবহাওয়ায় বদল হিমাচল প্রদেশে । মঙ্গলবার আবহাওয়া দফতরের

তরফ থেকে জানানো হয়েছে, একটি পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রভাবে শুক্রবার রাজ্যের বেশ কিছু অঞ্চলে রয়েছে ঝঞ্ঝাবিদ্যুৎ-সহ ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা। পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে তুষারপাতের সম্ভাবনা ২৫ এবং ২৬ এপ্রিল থাকবে এই পরিস্থিতি। বেশ কিছু অঞ্চলে জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রশাসনের তরফ থেকে স্থানীয়দের নিরাপদ স্থানে থাকার ও বাড়ি থেকে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।বিগত কয়েকদিন ধরে রাজ্যে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি রেকর্ড করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় উনা ছিল রাজ্যের উষ্ণতম স্থান , সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়াও , কিম্বারের কন্নার্য় তাপমাত্রা ৬.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সারাহানে তাপমাত্রা ৯.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, মানালিতে তাপমাত্রা ১২.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সুন্দরনগরে তাপমাত্রা ১৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সোলোনে তাপমাত্রা ১৩.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, শিলাও মালিতে তাপমাত্রা ১৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পালমপুুরে তাপমাত্রা ১৫.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কাংরায় তাপমাত্রা ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।আবহাওয়া দফতরের তরফে আরও জানানো হয়েছে।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (গ্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগাধার ভিত্তি সরঞ্জাবের স্পেশাল ব্রহ্মই আশ্রয়ে নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

নারী সংরক্ষণ বিল নিয়ে তীব্র আক্রমণ, রাহুল ও স্ট্যালিনকে ‘বিশ্বাসঘাতক’ বললেন চন্দ্রবাবু নাইডু

চেন্নাই(সংবাদ সংস্থা), ২১ এপ্রিলঃ লোকসভায় মহিলাদের জন্য নারী সংরক্ষণ সংশোধনী বিল ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই ইস্যুতেই এবার কংগ্রেস নেতা Rahul Gandhi এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী M. K. Stalin-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শালেনে নাইডু সরাসরি অভিযোগ করেন, নারী সংরক্ষণ বিল পাস না হওয়ার জন্য বিরোধী শিবিরই দায়ী এবং এর মাধ্যমে তারা দেশের মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে।সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নাইডু বলেন, বিরোধীরা দাবি করছে যে তারা সীমানা নির্ধারণ বা ডিলিমিটেশন বিলকে পরাজিত করেছে। কিন্তু তাঁর প্রশ্ন, এই পরাজয়ের কী ভাবে ‘ বিজয়’ বলা যায়? তাঁর কথায়, কংগ্রেস এবং ডিএমকে-কে দেশের মানুষের কাছে ম্পষ্ট করে বলতে হবে, এই অবস্থান

৬ মে-র মধ্যেই গোষ্ঠী সমস্যার সমাধান, কাশিয়াঙে গিয়ে আশ্বাস অমিত শাহের



নিজস্ব প্রতিনিধি,কাশিায়াং, ২১ এপ্রিলঃ গোষ্ঠীদের বড় আশ্রয় দিলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সরকার গঠিত হওয়ার পরই, ৬ মে প্রত্যেক গোষ্ঠীর মুখে সম্ভষ্টির হাসি থাকবে। আমরা এমন সমাধান বের করব। কংগ্রেস, তৃণমূল এরা সকলে দার্জিলিঙের সঙ্গে, আমার দেশভক্ত গোষ্ঠী ভাইয়ের সঙ্গে অন্যায় করেছে। আমি ৯ বছর ধরে এখানে আসছি। আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, বিজেপির সরকার গঠিত হলেই ৬ মে-র মধ্যে এত দিন ধরে ঝুলে থাকা গোষ্ঠী সমস্যার সমাধান করে যাব। গোষ্ঠীদের মতো করেই সমাধান করব।মঙ্গলবার শেষ হচ্ছে প্রথম দফার ভোটের প্রচারা। প্রথম দফার ভোটের প্রচারপর্বের শেষ দিনে

শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরলেন ১৯ জন তামিল মৎস্যজীবী, প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জানালেন কৃতজ্ঞতা

চেন্নাই, ২১ এপ্রিলঃ শ্রীলঙ্কা থেকে দেশে ফিরলেন ১৯ জন তামিল মৎস্যজীবী। আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের দায়ে ওই ১৯ জন মস্যাজীবীকে আটক করেছিল শ্রীলঙ্কা নৌবাহিনী। অত্যাশয়ে মঙ্গলবার তারা দেশে ফিরলেন। চেন্নাই বিমানবন্দরে ফেরার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন সবাই।শ্রীলঙ্কায় আটক তামিলনাড়ুর ১৯ জন মৎস্যজীবী মৃত্তি পাওয়ার পর মঙ্গলবারই চেন্নাই ফিরেছেন। রামনাথপুুরের বাসিন্দা



নিয়ে তারা আসলে কী অর্জন করতে চায়। নাইডুর দাবি, নারী সংরক্ষণ বিল পাশ না হওয়ায় দেশের মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে, যার দায় এড়াতে পারে না বিরোধীরা।নিজেকে একজন অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ হিসেবে তুলে ধরে নাইডু বলেন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত এবং এই গোটা প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সাক্ষী। তাঁর মতে, সীমানা নির্ধারণ একটি

অনিবার্য প্রক্রিয়া এবং এটি নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি তৈরি করা হচ্ছে। তিনি প্রশ্ন তোলেন, বিরোধীদের কাছে এর চেয়ে ভালো কোনও বিকল্প প্রস্তাব আছে কি না। একইসঙ্গে তিনি আশ্বস্ত করেন, এই প্রক্রিয়ায় কোনও রাজ্যের প্রতি অবিচার করা হবে না বলেই কেন্দ্র ইতিমধ্যেই ম্পষ্ট করেছে।এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী Piyush Goyal এবং রামমোহন নাইডু কিঞ্জরাপুও। তাঁদের

কেদারনাথ মন্দিরে চত্বরে নিষিদ্ধ মোবাইল ব্যবহার, অমান্য করলেই ব্যবস্থা

রুদ্রপ্রয়াগ, ২১ এপ্রিলঃ বুধবার থেকে পূণ্যাধীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা। তার আগে মঙ্গলবার মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কেদারনাথ মন্দির চত্বরে মোবাইল ফোন ব্যবহারে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। কেউ এই নির্দেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে নেওয়া হবে ব্যবস্থা।কেদারনাথ মন্দির কমিটির সদস্য বিনীত পোস্টি বলেন, কেদারনাথ মন্দির চত্বরে মোবাইল

উপস্থিতিতে নাইডু আরও এক ধাপ এগিয়ে প্রধানমন্ত্রী Narendra Modi-র ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মোদী একজন অত্যন্ত প্রগতিশীল নেতা এবং একজন সংস্কারক হিসেবে তাঁর ভাবনা দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি সবসময় বিশ্বমানের সেরা চর্চাগুলিকে ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন বলেও উল্লেখ করেন নাইডু।নাইডুর বক্তব্যে ম্পষ্ট, নারী সংরক্ষণ বিল ঘিরে রাজনৈতিক লড়াই আগামী দিনে আরও তীব্র হতে চলেছে। একদিকে যেখানে বিরোধীরা নিজেদের অবস্থানকে সঠিক বলে দাবি করছে, অন্যদিকে শাসক ও সহযোগী দলগুলি তাদের বিরুদ্ধে সর্বব হয়ে উঠছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের রাজনীতিতে নারী প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নটি আবারও কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।

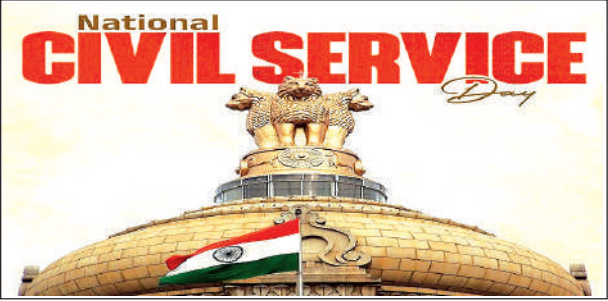
সুতাহটার সত থেকে বিজেপিকে নিশানা মমতার



নিজস্ব প্রতিনিধি,পূর্ব মেদিনীপুর, ২১ এপ্রিল : হলদিয়া বিধানসভার প্রার্থী তাপসী মণ্ডলের সমর্থনে মঙ্গলবার সুতাহটার সভায় পৌঁছান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নাম না করে সেখানে শুভেদ্দুকে খোঁচা দেন মমতা। তিনি বলেন, অপনারা এ বার নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর জন্য, যদি পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কোনও পদার্থের হাতে বিক্রি করতে না চান , তা হলে সব আসনে, সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে জোড়াসালকে ভোট দিতে হবে। সুতাহাটা আমাদের আগেও বিজয়ক দিয়েছে। কিন্তু এখন দুর্ভাগ্য, একটা পার্টি এই মেদিনীপুর জেলায় নিজেরের লোকদের সব ডেপুটি করেছে। তারা সব এক পক্ষ হয়ে কাজ করছে। বিজেপির পক্ষ হয়ে

কাজ করছে।মমতা অভিযোগ করেন, যত কোম্পানি আছে, তাদের থেকে মাসে মাসে টাকা কে তোলো? সব একজনই তোলে। সেই টাকা অর্ধেক নিজে নেয়া। বাদ বাকীটা ঘরে বাইরের নেতাকে। আমি সবটাই জানি। ২০২১ সালের বিধানসভার ফলাফল নিয়ে মমতা বলেন, জেতার পরেও লেভেলিংগ করে ইভিএম মেশিন লুট করেছে। কাউন্টিং লুট করছে। মমতা বলেন, হলদিয়ায় আমরা ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছি। বিনিয়োগ করেছে। ১ লক্ষ ২০ হাজারের বেশি মানুষ চাকরি করছেন। ৩৩৪ একরের উপরে হলদিয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক তৈরি করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে জমি দিয়েছি।

জনসেবা দিবসে সিভিল সার্ভেটদের শুভেচ্ছা উপরাষ্ট্রপতি ও লোকসভা স্পিকারের



নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ২১ এপ্রিল : জনসেবা দিবসে সমস্ত সিভিল সার্ভেটদের উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন এবং লোকসভার স্পিকার ওম বিডলা সহ দেশের একাধিক শীর্ষনেতা আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সুশাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং নাগরিক-কেন্দ্রিক উন্নয়নে তাঁদের নিষ্ঠা ও অবদানের ভূয়সী প্রশংসা করেন নেতৃবৃন্দ।উপরাষ্ট্রপতি সি.পি. রাধাকৃষ্ণন সিভিল সেবকদের প্রশাসনিক কাঠামোর ‘স্থায়ী স্তম্ভ’ হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে ‘ বিকশিত ভারত’ গড়ার যে লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে, তা পূরণে পরিষেবাকে সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সরকারি পরিষেবার কার্যকর বর্তনে সিভিল সেবকদের নিষ্ঠার প্রশংসা করেন তিনি।লোকসভা স্পিকার ওম বিডলা সিভিল সেবকদের ‘ জাতি গঠনের মেরুদণ্ড’ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে শুরু করে বা শহর পর্যন্ত নীতি নির্ধারণ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা সরকার ও জনগণের মধ্যে এক শক্তিশালী সেতু হিসেবে কাজ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, সততার সঙ্গে নাগরিক পরিষেবা প্রদান এবং নীতি বাস্তবায়নে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন গডকারি সিভিল সেবকদের সেবা মনোভাবকে দেশের অগ্রগতির প্রধান ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করেন।অন্যদিকে জনসেবা দিবসে সমস্ত সিভিল সার্ভেটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানান, সিভিল সার্ভেটদের অঙ্গীকার সংবেদনশীল শাসনব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুদৃঢ় করতে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। উদ্ভাবনী, ভবিষ্যমুখী ও নাগরিক কেন্দ্রিক নীতি প্রণয়ন থেকে শুরু করে সেগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন পর্যন্ত, আপনাদের কাজ লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনযাত্রার মানের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলোর।রাষ্ট্রপতি আরও জানান, ভারত যখন নতুন আকাশকক্ষ নিয়ে এগিয়ে চলেছে, তখন আপনাদের সততা ও সহানুভূতি দেশ ও দেশের নাগরিকদের মধ্যে ব্যবধান দূর করতে, অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরিতে এবং আস্থা জোরদার করতে সহায়ক হবে। আপনারা জনসেবার সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে চলুন এবং আরও ন্যায্যসঙ্গত ও প্রগতিশীল একটি দেশ গঠনে অর্ধবছর অবদান রাখুন। অন্যদিকে জনসেবা দিবসে দেশের সমস্ত সিভিল সার্ভেটদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, সিভিল সার্ভেটদের গঠনটি অগণিত মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে এবং ভারতের অগ্রগতিতে অবদান রাখাে।প্রধানমন্ত্রী মোদী এক্স মাধ্যমে জানান, জনসেবা দিবসে সমস্ত সিভিল সার্ভেটদের শুভেচ্ছা করে।

মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নারীরা সুরক্ষিত নন:রেখা গুপ্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ এপ্রিল : তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা। মঙ্গলবার সকালে কলকাতায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের নারীরা সুরক্ষিত নন। রেখা বলেন, ভোটের দিন যতই এগিয়ে আসছে, আমাদের বিশ্বাস ততই দৃঢ় হচ্ছে যে, ভয় ও নিপীড়নের মধ্যে থাকা বাংলার প্রতিটি বাসিন্দা বিজেপি সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং টোটা মে যখন ফলাফল আসবে, তখন তা বিশ্বাসযোগ্য ও উন্নয়নমুখী রাজনীতির মাধ্যমে সম্মানজনকও নির্ভয় শাসন নিয়ে আসবে।তিনি আরও বলেন, রাজ্যে গুপ্তামি ব্যাপক



আকার ধারণ করেছে এবং প্রত্যেক নারী ঘর থেকে বের হতে ভয় পান। আর বের হলেও মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেন, সেটা আর জি কর মামলা হোক অথবা অন্য কোনও ঘটনা। একজন নারী মুখ্যমন্ত্রীর অধীনেও রাজ্যের নারীরা মোটেই নিরাপদ নন। রাজ্যে দুর্নীতি ব্যাপক হারে বেড়েছে। এখানকার প্রতিটি ক্ষেত্রে মাফিয়ারা জড়িত। বড় প্রশ্ন হলো: আমরা কেন আবার তৃণমূলকে ভোট দেব?

ভোটের দু’দিন আগে থেকে বাইক চলাচলে কড়া বিধিনিষেধ কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২১ এপ্রিল : ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতে ভোটগ্রহণের দু’দিন আগে থেকেই বাইক চলাচলের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার জারি করা এক বিজ্ঞপ্তিতে কমিশন জানিয়েছে, নির্বাচনের আগে কোনও ধরনের বাইক র‍্যালি বা মিছিলের অনুমতি দেওয়া হবে না। একইসঙ্গে সন্ধ্যা ৬টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত বাইক চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি থাকবে। এমনকি ভোটের দিন বাইক ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একাধিক নিয়ম পালন করতে হবে।কমিশন ম্পষ্ট করেছে যে, জরুরি পরিস্থিতি যেন-চিকিৎসা সংক্রান্ত কাজ, পারিবারিক প্রয়োজনীয়তা বা শিশুদের স্কুলে যাতায়াতের ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে না। এছাড়া সামাজিক অনুরোধে যোগদানকারী ব্যক্তি এবং অ্যাপ-ভিত্তিক অ্রমণ পরিষেবাগুলির ক্ষেত্রেও এই নিয়মে ছাড দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষ কোনও পরিস্থিতিতে যদি কেউ এই বিধিনিষেধ থেকে ছা। চান, তবে তাঁকে স্থানীয় থানা থেকে লিখিত অনুমতি নিতে হবে।রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সংবাদমাধ্যম, দূরদর্শন এবং সেশ্যোয়াল মিডিয়ার মাধ্যমে এই বিধিনিষেধের ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। অবাধ ও সুষ্ট নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই নিয়মগুলি কড়াকড়িভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।আগামী ২৩ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রথম দফার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে সোমবার থেকেই বাইক সংক্রান্ত বিধিনিষেধ কার্যকর করা হয়েছে। অন্যদিকে, ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যার জন্য আগামী ২৭ এপ্রিল থেকে একই ধরনের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে।

প্রিন পুলিশদের ভোটের কোনো কাজে লাগানো যাবে না বলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,২১ এপ্রিলঃরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সিকিউ পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশদের ভোটের কোনো কাজে লাগানো যাবে না বলে নির্বাচন কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের জারি করা নির্দেশিকায় ম্পষ্ট বলা হয়েছে, অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।নির্দেশিকা অনুযায়ী, ভোটের তিন দিন আগে অর্থাৎ পি মাইনাস তিন ডে-তে সমস্ত সিভি পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ এবং গ্রিন পুলিশ কর্মীদের রিজার্ভ পুলিশ

লাইনে পাঠাতে হবে। সেখানে থাকাকালীন তাঁদের নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজেও তাঁদের নিযুক্ত করা যাবে না বলে ম্পষ্ট জানানো হয়েছে।তবে ভোটের দিন তাঁরা সাধারণ পোশাকে এসে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। ইউনিফর্ম পরে ভোটকেন্দ্রে আসার অনুমতি নেই বলেও নির্দেশিকা উল্লেখ করা হয়েছে।রাজ্যের সমস্ত পুলিশ কমিশনার, জেলা পুলিশ সুপারদের এই নির্দেশে কঠোরভাবে পালন করার কথা বলা হয়েছে। কোনও রকম ব্যত্যয় হলে তা গুরুত্বভাবের দেখা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।

দূরন্ত বার্তা,কলকাতা

রাশিফল

মেঘঃআজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। আপনার শক্তি আর উসাহ আপনাকে কিছু নতুন চেষ্টা করতে অনুপ্রাণিত করছে। কর্মস্থলে আপনার কঠোর পরিশ্রমের প্রশংসা হবে, আর সহকর্মীদের সঙ্গে মিলেমিশে করা কাজ সফল হবে। বৃষঃ অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। যারা অচেনা ব্যক্তির পরামর্শে তাদের অর্থ ব্যয়িয়েগু করেছিলেন তারা আজ খুব সুবিধা পাবেন। বিবাহের যোগ। মিলুনঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য ইতিবাচক চিন্তা আর নতুন পরিকল্পনায় ভরা থাকবে। আজ আপনি নিজের মধ্যে সৃজনশীলতার উদ্দীপনা দেখতে পাবেন, যা আপনাকে কাজগুলো সহজে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে। শুভ দিন। কর্কট রাশিঃ আজ আপনি পরোপকারের কাজে মানসিক শান্তি আর আরাম পাবেন। বিভিন্ন উৎস থেকে আর্থিক লাভ হবে। গৃহস্থালীর অসামঞ্জস্য কাজ শেষ করার জন্য আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সাথে ব্যবস্থা করুন। আর্থিক উন্নতি হতে পারে। সিংহঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য শক্তি আর আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। আপনি আপনার সৃজনশীলতাকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার অনেক সুযোগ পাবেন। প্রেম আসতে পারে আজকে কন্যাঃএমন কাজে দিন যেখানে বিশ্রাম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে-যেহেতু আজটা সাম্প্রতিককালে প্রচুর মানসিক চাপের মুখোমুখি হয়েছেন- বিনোদন এবং আনন্দেরপ্রমোদ আপনাকে আয়েস করতে সাহায্য করবে। শুভদিন হবে তুলাঃ রাজ্যের দিনটা ভবিষ্যতে আর শান্তিতে ভরা থাকবে। আপনার সম্পর্ক গুলোতে স্থিতি অনুভব করবেন আর এতে করে বিশেষ করে কাছের সম্পর্কগুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। বৃশ্চিকঃ আপনি প্রতিটি মানুষকে সাহায্য করার ইচ্ছুকতায় ক্লাস্ত এবং অবসন্ন হয়ে পড়বেন। আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি আপনার পক্ষে জরুরী

কেনাকাটা করা সুবিধাজনক করবে।ব্যবসায় লাভ হতে পারে। ধনুঃ আজকের দিনটা আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় ভরা থাকবে। আপনার উদ্দীপনা আর আত্মবিশ্বাসের জোয়ারে অনেক নতুন সুযোগ আসবে। শুভদিন হবে মকরঃ আপনার প্রত্যাশা পূরণের জন্য ব্যক্তিগত সম্পর্কে র অপব্যবহার আপনার স্ত্রীকে বিরক্ত করবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

কুম্ভঃআজ আপনার জন্য বন্ধু আর বিশেষ করে কাছের সম্পর্কগুণ করার জন্য ভাল দিন। সামাজিক সম্পর্কগুলো আরও শক্তিশালী হবে আর আপনার আইডিয়া আদান-প্রদান নতুন সম্ভাবনা খুলে দিতে পারে। কাজের সুযোগ হতে পারে। মীনঃ আপনার অবেগকে নিয়ন্ত্রণ করা আপনার হাতে পারে- আপনার অস্বাভাবিক অত্যাচারে আপনার চারপাশের মানুষেরা বিভ্রান্ত হবে এবং আপনাকে হতাশপ্রবণ অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে। আজকে সাফল্যের সূত্রই হল এমন মানুষের উপদেশে পয়সা লাগানো যারা উদ্ভাবনীমূলক এবং যাদের ভালো উদ্ভিজ্ঞতা আছে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাডবে। রাস্তায় চলাফেরার বিষয়ে সতর্ক থাকতে আজ থেকেই।

আবহাওয়া

বৈশাখে রোদের তেজ যেন তীব্র হচ্ছে, পান্না দিয়ে বাড়ছে তাপমাত্রাও। আলিপুর আবহাওয়া দফতার জানিয়েছে, আগাত হবে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির তেমন সম্ভাবনা নেই। দু’-একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও তাতে গরম কমবে না। পশ্চিম থেকে ঢুকছে উষ্ণ বাতাস, তাতেই তীব্র গরম অনুভূত হচ্ছে। পাঁচ জেলায় গরমের সতর্কতা জারি করা হয়েছে।পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে রাজ্যে শুকনো বাতাস ঢুকছে। এ ছাড়া সূর্যের তাপও বেড়েছে। তাই ২৫ ডিগ্রির দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকবে। উত্তরবঙ্গে অবশ্য বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.২ ডিগ্রি কম। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুর্কুলিয়া, বাকুড়া এবং পশ্চিম বর্ধমান এই জেলাগুলিতে উষ্ণতা ও আর্দ্রতা অতিরিক্ত বাতে পাবে। এই মর্মে জারি করা হয়েছে সতর্কতা।।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৮৯ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৫৬ শতকরা হতে পারে। ষ্টুপিডত হতে পারে না হতে আবহাওয়া সূচু জানা যায়।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৬মিনিট এবং রাত ০২ টা ৫৭মিনিটে।ভাটা-বেলা ০১টা ৫৩মিনিট এবং রাত ১০টা ৫১ মিনিট। সূর্যউত্তর সকাল ৫টা ১৯মিনিটে হতে পারেএবং অ্যুট পাবে আজ ৫টা ৫৮মিনিটে হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৪১ সংখ্যা, বুধবার, ৮ বৈশাখ, ১৪৩৩

সংগ্রামী ইলা মিত্র

ইলা মিত্র লড়াই আর আন্দনের এক লেলিহান শিখা, যখন তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হয় তখন তিনি সন্তানসম্ভবা মা। পাকিস্তানের পুলিশ তাঁকে অকথ্য নির্যাতন করেছে। ভারি বুটের আঘাত, নগ্ন করে প্রহার, খেতে না দেওয়া, অত্যাচারের আর কিছু বাদ রাখেনি। বেয়েন্টে, বন্দুক পেটা করে আহমরা করতে পারলেও বেথুনের মেধাবী ছাত্রীটিকে পুলিশ মেরে ফেলাতে পারেনি। পূর্ব পাকিস্তানের আদালতে ‘প্যারোল’ মুক্তি পেয়ে কলকাতায় এসে মেডিকেল কলেজে, দীর্ঘ আটমাসের চিকিৎসায় ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু আর ফেরেননি পূর্ব পাকিস্তানে। অদম্য মনের জোর আর অসম সাহসিকতায় শারীরিক পঙ্গুত্বকে হারিয়ে স্নাতক হবার ১৪ বছর পর প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করেছেন। তারপর কলকাতার সিটি কলেজে অধ্যাপনা। বাংলার অগ্নিকন্যা ইলা মিত্রর জীবনের গল্প সিনেমা উপন্যাসের খিলারকে হার মানিয়ে দেয়। ইলা আসপে যশোরের মেয়ে,আদি বাড়ি ঝিনেদার বাঘুটে গ্রামে। ইলার জন্ম কলকাতায়। শিক্ষাদিক্ষা কলকাতায়। বাবা নগেনে সেন এঞ্জি বেঙ্গলের বড় আধিকারিক ছিলেন। নিজে বিশেষ খেলাধুলা না করলেও ছেলোমেয়েদের খেলাধুলা শেখাতে নিয়ে যেতেন হেয়ার স্কুলের মাঠে, সেখান থেকে সাঁতারের জন্য কলেজ স্কোয়ার। ভাইবোনদের মধ্যে ইলা সবার বড়। সম্ভাবনাময় অ্যাথলিট হিসেবে কলকাতার পথ-পত্রিকাগুলিতে ইলাকে নিয়ে নিয়মিত খবর। অলিম্পিক্স খেলতে যাবে অ্যাথলিট ইলা সেন, বেথুনের মেধাবী ছাত্রীটি তখন বাংলার অ্যাথলিটিক্সের উজ্জ্বল নক্ষত্র। কাগজে-কাগজে তাঁর ছবি,ভূরিভূরি কাপ-মেডেলের মধ্যে কাগজের পাতায় বসে ইলা সেন হাসছেন। ১৯৩৭সালে ভেঙে দিলেন বারবারা এডওয়ার্ডের ৫০মিটার দৌড়ের রেকর্ড৷চিচারিতরের বাঁধ ভেঙে গেল, ইলা সেন,বাংলার শ্বেতকায় মহিলা অ্যাথলিটদের মধ্যে একমাত্র খাটি বাঙালি কন্যা। বেথুন থেকে প্রথম ডিভিশনে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেছেন। বাল্কেটবল,ব্যডমিন্টনও খেলতেন। ১৯৪০-৪১ আস্তঃকলেজ ব্যডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন৷ বেথুন কলেজ থেকে প্রথম ডিভিশনে অই.এ.পাশ করার পরে খেলাধুলোয় ইতি পড়ে। হিটলারের পৃথিবী দখল করার স্বপ্নে বাঙালি কন্যার অলিম্পিকে সৌভনোর স্বপ্ন ভেঙে গেল। বিশ্ব যুদ্ধের কারণে অনুষ্ঠিত হল না অলিম্পিক। কলকাতায় জাপানী বোমার ভয়ে এক বছর যশোরে কাটিয়ে বাংলা অনার্স সহ বি.এ.পাশ করলেন৷এরপর জীবনে এলেন স্বামী রমেন্দ্রনাথ মিত্র। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক পথের পথিক। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যুক্ত,সমাজসেবা,রাজনৈতিক আন্দোলনে হেসে খেলে দিন কাটে। দেশভাগের পর ওপার বাংলার রাজশাহীতে থাকতেন। তখনকার পাশ সরকারের পুলিশের চোখে খুলা দিয়ে আভাড়াগুড্ডে থেকেছেন, রাজনীতি করেছেন। পুলিশ চেষ্টা করছে তবে ইলাকে পাকড়াও করা যায় নিছক তাঁর কথায় খেলাধুলা করতেই বলে এই ধকল সহ্য করতে পেরেছিলেন। যখন তাঁর বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি করে তখন তিনি ভবিষ্যৎ সন্তানের মা।

বাগবাজারের মদনমোহন

উত্তর কলকাতার বাগবাজার অঞ্চলে, রবীন্দ্র সরণিতে অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন মদনমোহনের ঠাকুরদালান আজও বহন করে চলেছে প্রাচীন কলকাতার ঐতিহ্য। এর বিশাল দালানটি আজও তার ডোরিক স্তম্ভ, প্রশস্ত মার্বেল সিঁড়ি ও প্রাসাদোপম স্থাপত্যের মাধ্যমে অতীতের ঐশ্বর্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই দালানের রূপ নিছক একটি স্থায়ী স্থাপনার মধ্যে নয়; বরং ইউরোপীয় প্রাসাদের গড়ে নিখিট এই ধর্মীয় একসময়ের সমাজ-অর্থনৈতিক প্রভাব ও ঐশ্বর্যের প্রতিফলন। ভিতরে প্রবেশ করলেই দেখা যায় বিশাল প্রাঙ্গণ, সুউচ্চ স্তম্ভ এবং এক অনন্য আভিজাত্যের ছাপ। প্রথমদিকে পূর্বদিকে অবস্থিত বুলন-দালানে কাঠের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন মদনমোহন, পরে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় দালানের প্রথম তলায় নির্মিত নতুন গৃহে। এখানে রৌপ্য সিংহাসনে বসে আছেন বাঁশি বাজানো শ্রীকৃষ্ণ, পাশে মুগ্ধ রাধিকা;যেন এক চিরন্তন ঐশ্বর্যের মুহূর্তেরে প্রতিচ্ছবি। দালানের অন্তঃরক্ষণটি একটি বৃহৎ বৃত্তাক্ষের মতো, যার দক্ষিণ প্রান্তে রয়েছে নহবতখানা। মন্দির সংলগ্ন রয়েছে রাসমন্ড, যেখানে প্রতি বছর রাস উৎসব উপলক্ষে দেশতাকে নিয়ে আসা হয়। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বসে মেলা, ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে, আর পুরো এলাকা ভরে ওঠে আনন্দে ও ভক্তিতে। এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন ১৭৬১ সালে গোকুলচন্দ্র মিত্র;কলকাতার অন্যতম প্রাচীন বসতিস্থাপনকারীদের একজন। ১৭২৮ সালে হাওড়ার বালিগ্রামে জন্ম নেওয়া গোকুলচন্দ্র মারাঠা আক্রমণের ভয়ে কলকাতায় চলে আসেন। পরবর্তীকালে লরবা ব্যবসার মাধ্যমে বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠেন তিনি। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তুলে তিনি হয়ে ওঠেন শহরের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের সময় গোকুলচন্দ্র মিস্রসহ অন্যান্য ধনী ব্যবসায়ীরা আত্মরক্ষার জন্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর বিস্তৃত প্রাসাদোপম বাড়ি একসময় ৫৬ বিঘা জমির উপর বিস্তৃত ছিল, যদিও আজ তার অধিকাংশই বিলুপ্ত। মদনমোহন দেবতার ইতিহাস জড়িয়ে আছে বিশ্বপুরের মল্লভারগের সঙ্গে। প্রায় ৫০০ বছরের প্রাচীন এই বিগ্রহ প্রথমে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কাছে ছিল। পরে মল্লভারগ বীর হাশ্মির তা নিয়ে যান এবং বিশ্বপুরে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে নানা ঐতিহাসিক ঘটনার পর রাজা চৈতন্য সিংহ এই বিগ্রহ নিয়ে কলকাতায় আসেন এবং গোকুলচন্দ্র মিত্রের কাছে খণের বিনিময়ে তা বন্ধক রাখেন।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলতেন, পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে।

সাধক বামাক্ষাপা



শশ্মানচারিনী মাতা বামাক্ষাপাকে বলেছিলেন, ভয় কি আমি তো আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি। তুই পারবি বিপদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে। বামাক্ষাপা তা পেয়েছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম তার। আমি সব কিছুই জানতে পারি হার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার

ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমার বহির্প্রকাশ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি কি চান? এটা নারীদের একটি অসীম শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারি। আসলে মা তারাণীই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বেকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মাকালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা।

‘ডেভিড হেয়ার, কলকাতা মেডিকেল কলেজ এবং ভারতে হসপিটাল মেডিসিনের সূচনা’

ডা. জয়ন্ত ভট্টাচার্য

চতুর্থ পর্ব

‘চিকিৎসার ধারার (course of treatment) মধ্য দিয়ে উপার্জিত জ্ঞান। যে কোন পাঠকই খোয়াল করলে বুঝবেন যে, মেডিক্যাল কলেজের আবির্ভাবের আগে যেভাবে মেডিসিনের প্র্যাক্টিস হত এবং মেডিসিন-সংক্রান্ত যেসব ধারণা ছিল (এদেশে আয়ুর্বেদ কিংবা ইয়ুনানি হোক কিংবা পাশ্চাত্যে

গন্ধর্ষ



কিংবা হিপোক্রেটিয় মেডিসিন হোক) সেসময়কল্পিত্বর সাথে একটি “paradigm shift” ঘটে গেল। তবে উল্লেখ করার যে, ইউরোপে হসপিটাল মেডিসিন-এর আবির্ভাব ঘটতে কয়েক শতাব্দীর সামাজিক রূপান্তর, বিপ্লব এবং অর্থনৈতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল শ্রুতিতে ঘটছে। কিন্তু ভারতে ঘটছে মাত্র এক দশক সময়ের মধ্যে। এবং এর ভিত্তি ছিল ছাত্রদের দ্বারা শবব্যবচ্ছেদ। ২৬ জানুয়ারি ১৮৫৫-এ বৈদিক পরিম্প্রদাভাবে উল্লেখ করেন, “That all the underground pupils Sof Medical College be expected to practise human dissection and perform operations upon the dead body– or be discharged.”

১৯ হয় ডিসেকশন তথ্য শবব্যবচ্ছেদ কর, কিংবা কলেজ থেকে বিদেয় হও। ডেভিড হেয়ার, তাঁর মেডিসিন ও মেডিক্যাল কলেজ প্যারিচাঁদ মিত্র হেয়ারের আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে একটি নিয়মিত ডিসপেনসারি ছিল as it contained medicines for healing suffering of all kinds.” মিত্র আরও জানাচ্ছেন , তত্াঁর (হেয়ার) কাছে আগত যাদের বই কোনার সামর্থ্য ছিলনা তাদেরকে সেজন্য সাহায্য করা হত। আর অসুস্থরা received medicines and medical aid from him.” 21

Records of Public Instruction এ দেওয়া Mr. Kerr-এর সাক্ষ্য উদ্ধৃত করে মিত্র জানাচ্ছেন, €“He used also when they were sick to visit them at their houses– bringing medicine to them–and taking a fatherly and affectionate interest in their welfare. On these occasions

এবং মেডিক্যাল কলেজে যেতেন এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন করতে। শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন , তখন স্বীয় স্বীয় বালকদিগকে ইংরাজী শিখাইবার জন্য লোকের এমন ব্যথাতা জন্মিয়াছিল যে, হেয়ারের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া কঠিন হইয়াছিল। বাহির হইলেই দলে দলে বালক, “Me poor boy– have pity on me– me take in your school” বলিয়া তাঁহার পাঙ্কীর দুই ধারে ছুটিত। ১৮২২ সালে কলকাতায় ব্রিটিশ ভারতের প্রথম আধুনিক মেডিসিনের ট্রেনিং ইন্সটিটিউট Native Medical Institution NMI তৈরি হল। এখানে ইংরেজি ছাড়াও হিন্দি, আরবি এবং ফার্সীতে শিক্ষা দেওয়া হত। এরপরে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ এবং কলকাতা মাদ্রাসায় আধুনিক মেডিসিনের কিছু গোড়ার পাঠ দেবার ব্যবস্থা করা হল।NMI-এর যুগকে (১৮২২-১৮৩৫) আমরা বলতে পারি হসপিটাল মেডিসিন-এর আগমনের আগে গর্ভাবস্থার সময় (period/period of nativity)।

১৮৩৫ সালের ২৮ জানুয়ারি যখন মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হল তখন শুরুতে ৩ জন মাত্র শিক্ষক ছিলেন। ডঃ ব্রামলি (অধ্যক্ষ), এবং সহকারী অধ্যাপক হিসেবে ছিলেন ডঃ গুডিভ এবং ডঃ উইলিয়াম ব্রুক ওশমনি। পাঠ্যসূচীর মধ্যে ছিল অ্যানাটমি, অ্যানাটমির ডেমন স্ট্রেশন, কেমিস্ট্রি, মেন্টেরিয়া মেডিকা এবং ফার্মেসি, সার্জারি (মৃতদেহের ওপরে), বোটানি, হাতেকলমে শেখার জন্য ল্যাবরেটরিতে শিক্ষা এবং কিছু পরিমাপে ফিজিওলজি শিক্ষা। ১৮ অক্টোবর ১৮৩৬-এ ভারত তথা এশিয়ার প্রথম ডিসেকশন হল মেডিক্যাল কলেজে। অধ্যক্ষ ব্রামলি জানাচ্ছেন, “For the most part also the students looked with contempt upon the ignorant prejudices of their countrymen– and it was most delightful to witness the spirit current amongst them– to raise themselves above the evils of their condition.” পরে যোগ করছেন, “On that day– which may be regarded as an eventful era in the annals of the Medical College– four of the most intelligent and respectable pupils– at their own solicitation undertook the dissection of the human subject– and in the presence of all the

Professors of the College and of fourteen of their brother pupils– demonstrated they were hereafter to receive when the hospitals should be thrown open to their observation. কিন্তু মেডিকেল কলেজে রাত্তা হবার ভয়ে এই জন ছাত্রের নাম ব্রামলি তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য মেডিক্যাল কলেজের অসমাপ্ত প্রথম বার্ষিক রিপোর্টে প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি সখেদে তাঁর কিছু মন্তব্য রেখেছিলেন রিপোর্টে, “were their names brought to the notice of Government in the present report– but the same reason which induces them to conceal their anatomical labours– and the probable publicity of this document– forbids my making the disclosure. শিবনাথ শাস্ত্রী জানাচ্ছেন , অসকালের লোকের মুখে শুনিয়াছি এই মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ লাইয়া সে সময়ে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল ... নব্যবঙ্গের নেত্ৰবৃন্দ শব-ব্যবচ্ছেদকারী ছাত্রগণকে রীতিমত উৎসাহ দিয়া এই নব্যপ্রতিষ্ঠিত কলেজকে সবল করিতে লাগিলেন। প্রমথনাথ বসু জানিয়েছেন, “The first demonstration by dissection caused great anxiety. The College gates were closed to prevent forcible interruption of that awful act”

আমাদের স্মরণে রাখতে হবে ডেভিড হেয়ার এই সমথ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অঙ্গঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন। শবব্যবচ্ছেদের মধ্য দিয়ে অহসপিটাল মেডিসিনদ-এর ভিত্তি প্তর তৈরি হল। ভারতের ইতিহাসে এ এক নতুন অধ্যায়। কিন্তু ছাত্ররা তাদের ক্লিনিক্যাল শিক্ষা অর্থাৎ হাসপাতালের ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীকে দেখা, রোগের সঙ্গে পরিচিত হওয়া এবং চিকিৎসাবিধি শিখবে কোথায়? এর জন্য প্রয়োজন কলেজের একটি নিজস্ব হাসপাতাল যা নতুন মেডিসিনের আরেকটি প্রধান ভিত্তি। শাস্ত্রী জানাচ্ছেন (এবং সরকারি রিপোর্টও জানাচ্ছে) , তত্াঁর (ডঃ ব্রামলি) মৃত্যু হইলে মহামতি হেয়ার নতুন সম্পাদক হন। হেয়ারের ইহার ফুক্তি৷ মেডিক্যাল কলেজে প্রথম ডিসেকশনের আগে ডেভিড হেয়ার সহ কলেজের সমস্ত শিক্ষক, ক্রমশ (ডাক্তার জয়ন্ত ভট্টাচার্য কলকাতা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। তাঁর লেখা বহু বিখ্যাত বই রয়েছে যেগুলি চিকিৎসা বিজ্ঞানের নক্ষত্র)

সামাজিক ন্যায়বোধ প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী রাজ্যপাল রবি

বুদ্ধদেব মিশ্র

শহরে সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আঞ্চলিক কথোপকথন অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি সাংবিধানিক মূল্যবোধ, অন্তর্ভুক্তি করণ এবং সকলের মর্যাদার ওপর গুরুস্থারোপ করলেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজ (MAKAI), পস্টিমবঙ্গের সহযোগিতায় এবং জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের (NCSC) উদ্যোগে কলকাতার



ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে ‘সামাজিক ন্যায়বিচার সংক্রান্ত আঞ্চলিক কথোপকথন’ অনুষ্ঠিত হল। এই সেমিনারে নীতিনির্ধারক, শিক্ষাবিদ এবং অন্যান্য অংশীদাররা সামাজিক ন্যায়বিচার এবং সাংবিধানিক সচেতনতা জোরদার করার বিষয়ে আলোচনার জন্য একত্রিত হন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী আর. এন. রবি প্রধান অতিথি হিসাবে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় তফশিলি জাতি কমিশনের চেয়ারম্যান ডঃ কিশোর মকওয়ানা, এনসিসএসি-র সদস্য ডঃ পার্শ্ব বিশ্বাস এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ইনস্টিটিউট অফ এশিয়ান স্টাডিজের অধিকর্তা ডঃ স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যপাল তফশিলি জাতি ও উপজাতিদের অধিকার রক্ষায় ভারতীয় সংবিধানের মৌলিক ভূমিকার কথা তুলে ধরেন। তিনি এমন একটি সংবিধান গ্রণণনের জন্য বাবাসাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের দূরদর্শী নেতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যা সকল নাগরিকের জন্য সাম্য, ন্যায়বিচার এবং মর্যাদা নিশ্চিত করে। শ্রী রবি সমাজের প্রান্তিক এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মধ্যে সাংবিধানিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি সামাজিক বৈষম্য দূর করার এবং সাংবিধানিক বিধানগুলিকে প্রতিটি নাগরিকের

বিভাজন দূর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তারা উল্লেখ করেন যে, জাতীয় উন্নয়নের জন্য একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং ন্যায়সঙ্গত সমাজ অপরিহার্য। এই উপলক্ষে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে তপশিলি রত্ন সম্মান প্রদান করা হয়, ইনাদের মধ্যে ছিলেন ডঃ নারায়ণ হালদার, শিক্ষাবিদ, শ্রী দেবানী বিশ্বাস , পর্বতারোহী, শ্রী রবিন বল দেব, ক্রীড়াবিদ, শ্রী গৌতম ব্রহ্ম ও ডঃ বাসুদেব মণ্ডল , শিক্ষাবিদ।ইনাদের সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান থাকার জন্য এদিন পুরস্কৃত করা হয়। এই সেমিনারটি সামাজিক ন্যায়বিচার জোরদার করা, সাংবিধানিক সচেতনতার প্রসার এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারদের অঙ্গীকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছে, যেটি ন্যায়সঙ্গত এবং উন্নত ভারতের সঙ্গে যথেষ্ট মামঞ্জস্যপূর্ণ।

মৌলানা আজাদ এবং ভারতের সংবিধানের অন্যতম রচয়িতা অম্বেদকর যেভাবে জাতিক অংশীদারদের অঙ্গীকারকে বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন তাতে ভারতের সার্বিক উন্নতি লাভ করে। আজকে অস্পৃশ্যতা ক্রমশঃ দূরে সরে গিয়েছে এবং বর্ণবৈশম্য দূরিভূত হয়ে শুরু করেছে।

ছবিঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।

বাংলার নবজাগরণে মহিলা শিক্ষার প্রসারে ব্রতী হন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রথম মহিলা ডাক্তার বেথুন ছাত্রী কাদম্বিনী শিক্ষাওরু দ্বারকানাথ। বাংলার নবজাগরণের সময়ে বাংলার সম্মানকে সর্বোচ্চ স্থানে তুলে ধরে রেখে দিয়েছিলেন দুই দ্বারকানাথ। প্রথম জন হচ্ছেন প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর। দ্বিতীয়জন হচ্ছেন শিক্ষাবিদ দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে প্রথম রেল চালু করা সম্ভব হয়েছিল। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের সুফল

যাতে বাংলায় এসে উপস্থিত হতে পারে তা জন্য তিনি উদ্যোগী হন। আর দ্বিতীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় থাকেন। জগত মাতার সাড়া গ্রহণ করতে হবে। তিনি আছেন বলেই সবাই মাতৃভাবে ভাবিত। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে।



থাকবে না। সমাজ থেকে বহু বিবাহ প্রথা বন্ধ এবং বিধবা বিবাহ প্রথা চালু করতে গেল দরকার হচ্ছে মহিলাদের শিক্ষা দেওয়া। সেই উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য বহু স্কুল স্থাপন করেন। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করার ব্যাপারে সিন্ধাস্ত নিতে দ্বিধাবোধ করেননি দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনিও হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় চালু করেছিলেন। সেখানে মেয়েদের শিক্ষার দায়িত্বভার গ্রহণ করে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। তারপরে বেথুন স্কুল স্থাপিত হলে তার সঙ্গে মিলে গিয়েছিলেন হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা

ডাক্তার কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯২৪)। হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হল নাম দেওয়া হল ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’। এখানে বাংলার সব ধর্মের মেয়েরা পাণ্ডুণায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে। ১ জুন, ১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ‘বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়’। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় স্তোত্র পাঠ করে এই বিদ্যালয়ের শুভ সূচনা করেন। তারপরে ৭ মে ১৮৪৯ সালে আজকের বেথুন স্কুলে শুভ সূচনা হল। তখন এই

মেয়েদের স্কুলের নাম ছিল ‘ক্যালকাতা ফিমেল স্কুল’ বা ‘কলকাতা মহিলা বিদ্যালয়’। বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়কে এর সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল। ১৮৫০ সাল কর্ণওয়ালিস স্টিটেট ‘ক্যালকাতা ফিমেল স্কুল’ এর নতুন ভবনের ভিত্তিপ্তর স্থাপন করা হল। উপস্থিত ছিলেন

মদনমোহনসহ আরও অনেকে। তখন বাংলার ছোটলাট ছিলেন স্যার হারবার্ট লিটলার। সঙ্গে এসেছিলেন লেডি লিটলার। উপস্থিত ছিলেন বেথুন স্কুলের প্রধান স্হপতি মিস্টার থে। বিদ্যাসাগর মহাশয় এই মহিলা বিদ্যালয়ের জন্য একটি উক্তি লিখে পাঠিয়েছিলেন- ‘কন্যাপোষক পাঠ্যনীতিয়া শিক্ষণীয়ত্বযতঃ’। ‘পুত্রের মতো কন্যাসন্তানকেও বন্ধুর সঙ্গে উদযুক্ত শিক্ষা দিয়ে বড় করতে তুলতে হবে-মহানির্গণ তত্ত্ব’।বিদ্যাসাগরদের এই লেখাটিকে স্কুলের এমন স্থানে স্থাপন করতে হবে যাতে সবাই দেখতে পায়। বেথুন সাহেবের পুরো নাম ছিল ড্রিস্কওয়াটার বেথুন। উনিশ বছরের

তরুণ। স্কটল্যান্ডের পর সন্ত্রাস্ত পরিবারের সন্তান। বাবা ছিলেন কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা মহিলা। সাহিত্য এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ ছিল বেথুনের। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছিলেন লর্ড বেকিংহাম। রক্ষণশীল হিন্দুরা ক্ষেপে গিয়ে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করেছিল সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে। বেথুন প্রতি বছর তাঁর মা ছেলের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হওয়াতে বেথুন এসে মহিলাদের জন্য স্কুল খুললেন। বাংলার মহিলাদের শিক্ষিত করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে লেন। পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার সেই সময়ে বেথুন স্কুলের মেয়েদের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন। ‘পাখি সব করে বর রাতি পোহাইল। কানে কুসুম কলি সকলই ফুটিল।’ মহিলাদের জন্য পাঠ্য পুস্তক হলে না। তাদের পুস্তক পাঠে তাঁর মা ছেলের এই আচরণে অসন্তুষ্ট হওয়াতে বেথুন এসে মহিলাদের জন্য স্কুল খুললেন। বাংলার মহিলাদের শিক্ষিত করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে লেন। নাম দিলেন ‘অবলা বান্ধব’। ১৮৬৯ সালে এটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় হিসাবে প্রকাশ লাভ করে। এর সম্পাদক ছিলেন তিনি স্বয়ং। মেয়েদের পৃথক করে তাকে তিনি এই পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে মহিলাদের নানাবিধ সামাজিক অসুবিধার কথা লেখা হতো। মহিলাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার বলে তিনি দাবি করতেন। ১৮৭০ সালে কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই সময়ে তাঁর

‘অবলাবান্ধব’ পত্রিকা খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কেউই আর্থিক সাহায্য করছিল না। সেই সময়ে ব্রাহ্ম ধর্ম এর জোয়ার এলো। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিত সুশিক্ষিত সমাজ ‘অবলাবন্ধব’ পত্রিকা যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকলো। শুধু অর্থ সাহায্যই শুধু নয়, তখনকার সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিতেরাও কুসংস্কার সমাজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এই পত্রিকাতে লিখতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বেশি সময় নিল না ‘অবলাবন্ধব’ পত্রিকা। তখন এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক সদস্যরা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্রিকার পুষ্টপোষক ছিলেন। দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রীরা ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা বসু, তাঁর ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু, সরলা রায়, গিরিজাকুমারী সেনা, কাদম্বিনী বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমতলা দেবী সহ আরও অনেকে। তাঁর প্রতিটি ছাত্রীর সুনাম অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি কাদম্বিনীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম মহিলা ছাত্রী হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন কাদম্বিনী

গঙ্গোপাধ্যায়। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় চেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রী ডাক্তারি পাশ করে বাংলার দুস্থ এলো। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করলেন। তখনকার ব্রাহ্মধর্ম দীক্ষিত সুশিক্ষিত সমাজ ‘অবলাবন্ধব’ পত্রিকা যাতে প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য অর্থ সাহায্য করতে থাকলো। শুধু অর্থ সাহায্যই শুধু নয়, তখনকার সময়ে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত পণ্ডিতেরাও কুসংস্কার সমাজের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এই পত্রিকাতে লিখতে শুরু করে দিলেন। তার ফলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে বেশি সময় নিল না ‘অবলাবন্ধব’ পত্রিকা। তখন এই পত্রিকা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির প্রত্যেক সদস্যরা পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই পত্রিকার পুষ্টপোষক ছিলেন। দ্বারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্রীরা ছিলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের স্ত্রী অবলা বসু, তাঁর ভগিনী স্বর্ণপ্রভা বসু, সরলা রায়, গিরিজাকুমারী সেনা, কাদম্বিনী বসু, শিবনাথ শাস্ত্রীর কন্যা হেমতলা দেবী সহ আরও অনেকে। তাঁর প্রতিটি ছাত্রীর সুনাম অর্জন করেছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে তিনি কাদম্বিনীকে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম মহিলা ছাত্রী হিসাবে নাম লিখিয়েছিলেন কাদম্বিনী

ব্রম সংশোধন

কোনও লেখক লেখিকার সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করোটা আমাদের লক্ষ্য নয়। লেখক লেখিকাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা হলে আমাদের মূল লক্ষ্য। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সবার লেখা প্রকাশ করে থাকি। এ ব্যাপারে কারোর যদি কোনও আপত্তি থাকে নিশ্চয় তা প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকবে। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের পাঠ্য প্রকাশিত ‘নবদ্বীপের কড়চা’ প্রকাশ বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। ‘নবদ্বীপ কড়চা’ প্রকাশ করার জন্য লেখিকার কাছে আমরা দুঃখিত। সম্পাদক।

ফরাঙ্কায় বোমা বিস্ফোরণে যুক্ত থাকার অভিযোগে পাকুড় থেকে গ্রেপ্তার কংগ্রেস নেতা

মিঠুন হালদার, ফরাঙ্কা, ২১ এপ্রিল : মুর্শিদাবাদের ফরাঙ্কায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করলো পুলিশ।সোমবার গভীর রাতে মূল অভিযুক্ত সাইমুল শেখকে ঝাড়খণ্ডের পাকুড়ের একটি গোপন ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে ফরাঙ্কা থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির পুলিশ হেফাজতের আবেদন করে মঙ্গলবার তাকে জঙ্গিপূর আদালতে পেশ করা হবে বলে জানা গেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ৭২ ঘণ্টা আগে বোমা-বারুদের গন্ধে সোমবার সকালে কঁেপে ওঠে ফরাঙ্কা থানা এলাকার নয়নসুখ-মানিকনগর এলাকা। অভিযোগে

ওঠে ওই এলাকার কংগ্রেসের নেতা সাইমুল শেখ ভোটের দিন এলাকার সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্য বাড়ির ছাদে কিছু বোমা মজুত করে রেখেছিলেন। সোমবার সকালে সাইমুলের বাড়ি থেকে কয়েকজন শ্রমিক কাজ করার সময় হঠাৎই তার বাড়িতে থাকা বোমাগুলো ফেটে যায় এবং বিকট শব্দে কঁেপে ওঠে গোটা এলাকা। প্রথম দফার রাস্তায় নেমে আসেন এলাকার বাসিন্দারা। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার খবর পাওয়ার পরই ওই এলাকায় পৌঁছে যায় ফরাঙ্কা থানার পুলিশ, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং অন্যান্য উচ্চ পদস্থ অধিকারিকেরা। তবে বিস্ফোরণের ঘটনার পর থেকে বোপাড়া হয়ে যান

মালদাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, ৬টি জেলায় বাড়তি নজরদারি নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার ভোটগ্রহণকে ঘিরে তপস্বতা তুঙ্গে। বৃহস্পতিবার রাজ্যের ১৬টি জেলার ১৫২টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে, শেষ মুহুর্তে কোনও খামতি রাখতে নাজাজ রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের দক্ষতারা নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গেছে, মোট ১৬ জেলার মধ্যে ৬টি জেলাকে বিশেষ নজরদারির আওতায় রাখা হয়েছে। এই জেলাগুলি হল যথাক্রমে – মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং পশ্চিম বর্ধমান। অতীত অভিজ্ঞতার নিরিখে এই এলাকারিকে স্পর্শকাতর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রথম দফার ভোটে সাত হাজারেরও বেশি বৃথাকে স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। পাশাপাশি, একাধিক বৃথকে ‘অতি স্পর্শকাতর’ তালিকায় রাখা হয়েছে বলেও খবর। যদিও এই সংক্রান্ত নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। ভোটের দিন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে এবং বিশেষ করে কোনওরকম হতাহতের ঘটনা ঘটলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে বাড়তি সতর্কতা নেওয়া হয়েছে। গুরুতর আহতদের দ্রুত উন্নত চিকিৎসাক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে প্রস্তুত রাখা হয়েছে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স। আপাতত মালদায় একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে, প্রয়োজনে তা ক্রমত অন্যত্র পাঠানো হবে। সব মিলিয়ে, শান্তিপূর্ণ ও নিরীঘ্র ভোটপর্ব সম্পন্ন করতে নির্বাচন কমিশনের তরফে জোরদার নজরদারি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার আশ্রাস দেওয়া হয়েছে।

ভোটের ময়দানে উত্তাপ বাড়াতে হাজির সকলের ড্রিম গার্ল হেমা মালিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ২১ এপ্রিল : ড্রিম গার্ল জলপাইগুড়িতে! না না এ কোনও স্বপ্ন নয়। ভোটের আবহে শেষ প্রচারের দিনে বাস্তবেই ভোটের ময়দানে উত্তাপ বাড়াতে হাজির সকলের ড্রিম গার্ল বলিউড সুপারস্টার হেমা মালিনী। প্রাণীর সমর্থনে নিজেই ভোট চাইলেন হেমা। জলপাইগুড়ির আকাশ খানিক মেঘলা থাকলেও রাজনৈতিক পারদ উধামুখী। ২৬ এপ্রিল জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে বিধানসভা নির্বাচন। মঙ্গলবার আজ শেষ ভোট প্রচার। এদিন সকাল থেকেই তোরজোর রাজনৈতিক দলগুলির। মঙ্গলবার ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রাণী ডালিম ঘায়ের সমর্থনে প্রচারে এসে সরাসরি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলেন হেমা মালিনী। সতামঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নিশানা করে হেমা মালিনী বলেন, ডেবল হাঁজিন সরকার হলে পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের গতি অনেক বাড়বে। এখানে কাজ নেই, কর্মসংস্থান নেই, নতুন কল- কারখানা নেই। সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প বিশেষ করে আয়ুস্মান ভারত প্রকল্পটি রাজ্যে সঠিকভাবে কার্যকর হতে দেওয়া হচ্ছে না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হতে পারতেন, কিন্তু রাজ্য সরকার তা আটকে রেখেছে, দাবি তাঁরা। এর পাশাপাশি মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তার কথায়, সিদির রাজ্যে মহিলারাই নিরাপদ ননা। আমরা অভিনেত্রী, আমাদেরও এখানে কাজ করার পরিশেষ নেই। সবসময় বাধার সম্মুখীন হতে হয়। বিজেপির ‘সবকা বিকাশ, সবকা সাথ’ স্লোগান তুলে ধরে তিনি রাজ্যে পরিবর্তনের দাবি দেন। বিজেপির সমর্থকরা তো বটেই এছাড়াও বলিউডের নায়িকা হাট থ্রব হেমা মালিনীকে দেখতে প্রচারসভায় বিপুল ভিড় লক্ষ্য করা যায়, যা রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা তৈরি করেছে। ভোটের আগে এই ধরনের তারকা প্রচার রাজনৈতিক সমীকরণে কতটা প্রভাব ফেলবে, এখন সেটিই দেখায।

শেষলগ্নের প্রচারে বড় তুললেন গৌরী শংকর ঘোষ, বাইক র‍্যালিতে জনজোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ২১ এপ্রিল : প্রচারের একেবারে শেষ লগ্নে মুর্শিদাবাদ শহরে কার্যত সাড়া ফেলে দিলেন বিজেপি প্রাণী গৌরী শংকর ঘোষ। শতাধিক কর্মী সমর্থককে সঙ্গে নিয়ে বাইক র‍্যালি করে গোটা শহর



পরিকল্পা করলেন তিনি। মাথায় হেলমেট পরে নিয়ে বাইক চালিয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন গৌরী শংকর ঘোষ। পিছনে গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে, স্লোগানে মুখরিত বাইক মিছিলে

সামিল কর্মী সমর্থকরা । র‍্যালি শহর পরিক্রমা করার সময় দু'পাশে দাড়িয়ে থাকা সাধারণ মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ ফুল ছুঁড়ে অভিনন্দন জানালেন, কেউ দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন। বয়স্ক নাগরিক থেকে তরুণ প্রজন্ম, সকলের চোখেমুখে দেখা গেল বাড়তি উদ্দীপনা। অনেকেই বাড়ির ছাদ, বারান্দা থেকে মোবাইলে ভিডিও করলেন বিজ্ঞপ্তির এই বাইক মিছিল। প্রচারের ফাঁকেই গৌরী শংকর ঘোষ বলেন, মুর্শিদাবাদের মানুষ পরিবর্তন চাইছে। দুনীতি, ভোষণ আর অপশাসন থেকে মুক্তি চাইছে। আজ রাস্তায় নেমে যে ভালোবাসা আর আশীর্বাদ পেলাম, সেটাই আমাদের শক্তি। এই জনতার আশীর্বাদকে হাতিয়ার করেই জয়ের ব্যাপারে আমি আত্মবিশ্বাসী। বিজেপি কর্মীদের দাবি, প্রচারের শেষ দিনে এই বাইক র‍্যালি মুর্শিদাবাদ শহরের রাজনৈতিক আবহাওয়া বদলে দিচ্ছে। শহরের অলিগলিতে আজ ছিল শুধুই গেরুয়া ঝড়। ভোটের মাত্র একদিন আগে এই জনজোয়ার মুর্শিদাবাদ বিধানসভার ভোট-এর প্রচারণা প্রভাব ফেলবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ৪ মে পর্যন্ত। তবে শেষলগ্নেই গৌরী শংকর ঘোষের এই বাইক র‍্যালি যে শহরবাসীর মনে দাগ কেটেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই বিজেপি শিবিরের।

বাড়ির মালিক সাইমুল শেখ এবং তার পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য। সোমবার গভীর রাতে ফরাঙ্কা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় বোমা বিস্ফোরণের পর সাইমুলের বাড়ি থেকে একটি গোপন ডেরায় লুকিয়ে রয়েছেন। রাতেই পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালায় এবং সাইমুলকে গ্রেপ্তার করে ফরাঙ্কা থানায় নিয়ে আসে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সাইমুল শেখ কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৭ নম্বর বৃথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হন। এরপর সক্রিয় রাজনীতি থেকে কিছুদিন দূরে ছিলেন সাইমুল। গত প্রায়

বছরখানেক ধরে সাইমুল দিল্লিতে রথমিল্লি হিসেবে এবং পরিযায়ী শ্রমিক সরবরাহের কন্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করতেন। ফরাঙ্কা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল বাশির বলেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী মাহতাব শেখ এই কেন্দ্র থেকে জিততে চলেছেন। তার হয়ে প্রচারে ফরাঙ্কা বিধানসভা এলাকায় সাইমুল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিল। আব্দুল বাশিরের অভিযোগ, এই কারণে গত বেশ কয়েকদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা সাইমুলকে মিথ্যা মামলায় ফাসিয়ে জেলে ভারার হুমকি দিচ্ছিলেন। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাটি সম্পূর্ণ সাজানো। ভোটের ঠিক আগে যাতে কংগ্রেস এলাকায় দুর্বল হয়ে পড়ে

সেই কারণে সাইমুলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যদিও নাম না প্রকাশের শর্তে ওই এলাকার একাধিক বাসিন্দা দাবি করেন, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনেও ভোটের আগে সাইমুল, এলাকাব্য ব্যাপক বোমাবাজি করেছেন। তার বিরুদ্ধে বহিরাগত লোকেরেরকে নিয়ে এসে এলাকায় বোমা তৈরির অভিযোগ রয়েছে। বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে কংগ্রেস কর্মীর গ্রেপ্তারি নিয়ে প্রতিক্রিয়ার জন্য ফরাঙ্কা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুল সালামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, গোটা বিষয়টি পুলিশ নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে দেখছে। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবী করছি।

ব্যান্ডেল-কাটোয়া রুটে অত্যাধুনিক পরিকাঠামো সংস্কার সম্পন্ন করল পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা, ২১ এপ্রিল : নিরাপত্তা ও গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়নের নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, পূর্ব রেলওয়ে গত ১৮.০৪.২০২৬ তারিখে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে একটি ‘মেগা ব্লক’ গ্রহণ করেছিল। এই কাজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বিদ্যমান লেভেল ক্রসিংগুলিকে ‘লিমিটেড হাইট সাবওয়ে’ (LHS) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণমূলক



কাজ, যার মধ্যে স্থায়ী ট্রাক সংক্রান্ত কাজ এবং ওভারহেড ট্রাকশন ও ওভারহেড ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার্থে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা বিদ্যুত না করে কর্মক্ষম গতিশীলতা ও নিরাপত্তার সাথে যুক্ত কিছু বকেয়া কাজ সম্পন্ন করার জন্যও এই ভরটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশন অপারেটিং, ইঞ্জিনিয়ারিং, সিগন্যাল ও টেলিকমিউনিকেশন এবং ট্রাকশন রোলিং স্টক বিভাগগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয়ের মাধ্যমে ১৮.০৪.২০২৬ তারিখে ব্যান্ডেল-কাটোয়া সেকশনে একটি নির্ধারিত ব্লক সফলভাবে পরিচালনা করেছে। এই নির্বিড় প্রচেষ্টার ফলে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে, গুপ্তিপাড়া স্টেশনের কাছে ৮১ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেট এবং পাটুলা স্টেশনের কাছে ১৮২ নম্বর লেভেল ক্রসিং গেটে দুটি বিশাল ‘লিমিটেড হাইট সাবওয়ে’ বক্স বসিয়ে একটি বড় মাইলফলক অর্জন

দিঘা, মন্দারমণি ও তাজপুরে হোটেল বুকিং বন্ধ! ভিন জেলার পর্যটকদের প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দিঘা, ২১ এপ্রিল : ভোটের আবহে দিঘা ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বাতিল করুন। আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দিঘার সমস্ত হোটেলে বুকিং বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোটেল ব্যবসায়ী সংগঠন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৬ এপ্রিল রাজ্যের প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতেও ওই দিন ভোট গ্রহণ হবে। সেই কারণেই পর্যটকদের আনাগোনা নিয়ন্ত্রণে রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। দিঘা-শঙ্করপুর হোটেলিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে

উদ্বেগনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে যদি পর্যটকদের ভিড় বেড়ে যায়, তাহলে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সেই কারণেই



নিয়ন্ত্রণে রাখতেই এই পদক্ষেপ। ভোটের সময় কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে প্রশাসন কড়া অবস্থান নিয়েছে। সোমবার রাতেই এই নির্দেশিকা জেলার সমস্ত হোটেলে পাঠানো হয়। নির্দেশ অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে বৃহস্পতিবার ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত এই নিয়ম বলব থাকবে। শুধু দিঘা নয়, মন্দিরমণি, তাজপুর-সহ অন্যান্য পর্যটন কেন্দ্রেও একই নিয়ম কার্যকর হবে। ভিন জেলার কোনও পর্যটক ওই সময় হোটেলে থাকতে পারবেন না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এই পদক্ষেপ নেওয়া। বিধানসভা ভোটকে ঘিরে গোটা রাজ্য জুড়ে

সাহুডঙ্গীতে অভিযান চালিয়ে মাদক উদ্ধার, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২১ এপ্রিল : শিলিগুড়িতে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বড়সড় সাফল্য পেল পুলিশ। ২০ এপ্রিল ভোরে Siliguri Police Commissioner-এর স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপ (SOG) এবং ভোরের আলো খানার সৌখ অভিযানে বড়ুয়াপাড়া এলাকার কানোলে রোড থেকে সাহুম্বর আলী (২৬) নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত ব্যক্তি মালদার কালিয়াড়েকের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। তল্লাশিতে তার কাছ থেকে প্রায় ৯৯৭ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, যার বাজারমূল্য উল্লেখযোগ্য বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা। এই ঘটনায় Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act অনুযায়ী মামলা রুজু হয়েছে। আইন মেনে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পুরো ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

গরমকে তুচ্ছ করেই প্রচারে তৃণমূল কর্মীরা



নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২১ এপ্রিল : কাচিফাটা রোদ, পারদ চড়ছে পাঙ্খা দিয়ে। কিন্তু সেই গরমকে তুচ্ছ করেই রাস্তায় তৃণমূল কর্মীরা। আজ অচিনটোলা থেকে পাগলাঘাট পর্যন্ত এক বিশাল বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। কয়েকশো বাইকের গর্জন আর ‘জয় বাংলা’ স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। প্রাণী নজরুল ইসলাম ছড়খোলা গাটিতে চড়ে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে শব্দজোড়া জানান। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে দেন এক মানবিক দৃশ্য। এই প্রচণ্ড গরমে এলাকার মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এলেন তাঁদের প্রিয় প্রাণীর জন্য। কেউ গলায় পরিয়ে দিলেন ফুলের মাল, কেউ আবার দুপুরের রোদে তুষা মেটাতে প্রাণীর মুখে তুলে দিলেন জল। মানুষের এই অকৃত্রিম ভালোবাসায় আত্মত নজরুল ইসলামও। তবে এই বাইক র‍্যালিতে যুব তৃণমূল কংগ্রেসের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি হায়দার আলি জানান, বিপুল ভোটে জয়ী হবে তৃণমূল মোখাবাড়ি থেকে। এই র‍্যালি দেখে পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে গিয়েছে বিজেপি ও কংগ্রেসের।

ভোটের টানে ঘরমুখী পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিড় জয়গাঁ শহরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ২১ এপ্রিল : রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে সোমবার বিকেল থেকেই বন্ধ করে দেওয়া হয় আলিপুরদুয়ার জেলার জয়গাঁ ভূটান গেট । তারপর থেকেই দেখা যায় পরিযায়ী শ্রমিকদের ঢল জয়গাঁজুড়ে। ভোটের জন্য তারা সকলেই বাড়ি ফিরছেন। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, জরুরি পরিস্থাে ছাড়া আপাতত সব ধরনের সাধারণ যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। আগামী বৃহস্পতিবার, ২৬ এপ্রিল রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জয়গাঁ ভূটান গেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক সূত্রে খবর, নির্বাচন প্রক্রিয়া নির্বিঘ্ন ও নিরাপদ করতে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। তারই অংশ হিসেবে এই প্রথমবার তিন দিন আগে থেকেই ভূটান গেট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারির পর থেকেই ভূটান থেকে ভারতীয় পরিযায়ী শ্রমিকদের দেশে ফেরার হিড়িক শোকা যায়। সোমবার সকাল থেকেই জয়গাঁ সীমান্তে ভিড় জমাতে শুরু করেন বহু শ্রমিক। মঙ্গলবারেও একই ভিড় দেখা যায়। আলিপুরদুয়ার জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রবেশদ্বার দিয়ে কয়েক লক্ষা শ্রমিক দেশে ফিরে নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিচ্ছেন। তাঁদের কারও বাড়ি কোচবিহার আবার কারও বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়।

চাকদহে জোড়া দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ২১ এপ্রিল : নদীয়ার চাকদহে মঙ্গলবার সকালে পুরের সন্দেহও উদ্ভীকার ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একদিকে মননপুর এলাকায় এক কলেজছাত্রীর বৃলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে, অন্যদিকে জাতীয় সড়কের ধারে মিলেছে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বৃতদেহ। দুই ঘটনাতেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রীর নাম বৃষ্টি বারুই, বয়স ১৯। তিনি চাকদহ থানার মদনপুরের আলাইপুর তেতুলতলা এলাকার বাসিন্দা। পরিবারের দাবি, সোমবার রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর নিজের ঘরে ঘুমাতে বানা বৃষ্টি। মঙ্গলবার সকালে লিধক্ষণ দরজা বন্ধ দেখে পরিবারের সন্দেহ হয়। বারবার ডাকাডিকিমেতেও সাড়া না মেলায় দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে তারা দেখতে পান, শাড়ির ফাঁস দিয়ে সিঁগি ফান থেকে বুলছেন ওই তরুণী। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়ে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই ছাত্রী আত্মহাতী হয়েছেন। তবে কী কারণে তিনি এই চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে এবং রিপোর্ট এলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছে তদন্তকারী দল। অন্যদিকে একইদিনে চাকদহ থানার অন্তর্গত ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে জয়কৃষ্ণপুর এলাকায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা রাস্তার পাশে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় এখনও জানা যায়নি, তবে তাঁর হাতে ‘সন্তোষ’ লেখা একটি

Govt. of West Bengal.

Short Quotation is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata- 700023 from the eligible contractors for the following works.

Name of Work: Provision of temporary lighting, other allied Electrical Installation Work, provision of temporary DG Sets along with IT infrastructural work required for construction of helipad in compliance of the order of the Election Commission of India dated 18.04.26; in connection with the program, to be attended by Hon'ble Prime Minister of India, near Baruipur, as per Annexure-A, in the District of South 24 Parganas on 24.04.2026. (Tender Ref: NIQ No. 157/Q of S24PED of 2026-27)

Date of Permission : 22.04.2026 Upto 04.00 P.M
Bid Submission closing: 22.04.2026 Upto 04.30 P.M
Bid opening Date: 22.04.2026 after 05.00 P.M.

Sd/- A. Haldar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas Electrical Division

এপ্রিল, ২০২৬ মাসের ই-নিলাম কার্যক্রম		
তেড়ুটি সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ির এখতিয়ারভুক্ত স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য এপ্রিল, ২০২৬ মাসের ইউনিট ভিত্তিক ই-নিলাম সময়সূচি নিম্নলিখ নির্ধারিত হয়েছে: ক্রিএপ্রিলেইউত্তরজলপাইগুড়ির জন্য		
ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	এপ্রিল, ২০২৬	৩০-০৪-২০২৬
আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য		
ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	এপ্রিল, ২০২৬	৩০-০৪-২০২৬
কাচিহার ডিভিশনের জন্য		
ক্রম নং.	মাস	নির্ধারিত তারিখ
১	এপ্রিল, ২০২৬	৩০-০৪-২০২৬

আগ্রহী বিভাগসহ নির্বাহক, প্রশিক্ষণ ও ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আইআইআইএসে ওয়েবসাইট (www.ireps.gov.in) –এর মাধ্যমে বিড করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তেড়ুটি ফকি মেটেরিয়ালস মালহাজার, নিউ জলপাইগুড়ি

প্রদত্ত চিত্রে মানুষের দেহের

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া बँक ऑफ़ इंडियाBank of IndiaBOI Relationship beyond Banking	
 পরিষদ-৪ দখল বিস্তৃতি (স্বাধা় সম্প্রদায়ের জন্য)	
 যেহেতু, নিচে ব্যাংকারী ব্যক্তি, যিনি ‘সিগিউটিটিইনশেন আন্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ কিনাট্রিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনোপেরসেন্ট অফ সিগিউটিটি ইন্টারেক্ট ইন্টারেক্ট কলান’-এর অধীনে ‘স্বাচ্ছ হু ইন্ডিয়া’-র একজন অনুমোদিত আধিকারিক এবং যিনি ‘সিগিউটিটি ইন্টারেক্ট (এনোপেরসেন্ট) কলান, ২০০২’-এর বিধি ৩-এর সাথে পটিত থারা ১৩(২২)-এর অধীনে অসিদ্ধ ক্ষমতা প্রদান করে, গত ০৬-০২-২০২৬ তারিখে একটি ‘সাবি নোটিশ’ জারি করেছিলেন। উক্ত নোটিশে ঋণগ্রহীতা প্রতিষ্ঠান মোসার্ল বর্নজি এন্ডঅ্যাসোসি়েটস (হ্যাংকিংকারী) শ্রী রঞ্জন হালদার), শ্রী বর্নজি হালদার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার) এবং শ্রীমতি লীপালি হালদার (বন্ধকদাতা ও জামিনদার)-গণের টিকানা: গ্রাম-শঙ্কর পুরকাইতোরক, ডাকঘর-কানিশপুর, থানা-হাইদ্রলি, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন-৭৪৩০৪৯-তালের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তারা উক্ত নোটিশে উল্লিখিত মোট বর্তমান, অর্থাৎ ১২,৯১৬,৭৫২.৯৮ টাকা (০৬-০৩-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধিভিত্তিক বকেয়া) এবং এর সাথে ১০-০১-২০২৬ তারিখ থেকে আদায়ী সুদ, উক্ত নোটিশ প্রারি়ের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন। ঋণগ্রহীতা ঋণকৃত অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, একদফা উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছেতেনে ২০০২ সালের ‘সিগিউটিটি ইন্টারেক্ট এনোপেরসেন্ট কলান’-এর বিধি ৩-এর সহিত পটিত থাকে৷ন ১৩ ধারার উপধারা (৬)-এর অধীনে অসিদ্ধ ক্ষমতা প্রদানকরণে, জুন ২০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখে নিম্নলিখিতকারীরা নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণদের জ্ঞানসাধারণকে এক্ষণার বাক্য হচ্ছে যে, তারা যেন উক্ত সম্পত্তি সত্কাভাবে কেনেনে কেনেনে লিগু না হয় উক্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে৷নো৷ কেনেনে ‘ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া’-র অনুমত ব্যক্তিগত ব্যক্তি ১১,৯১৬,৭৫২.৯৮ টকা এবং অত্পরি প্রমোদ সুদে দাবনবহুতর আদায় হ৷৷ র অনুমত ব্যক্তিগত ব্যক্তি ১১,৯১৬,৭৫২.৯৮ টকা এবং অত্পরি প্রমোদ সুদে দাবনবহুতর আদায় হ৷৷ সুবিধক্রে সম্পদসহ পুনরুদ্ধার বা পরদৃত্ত করার জন্য উপলব্ধ সমগ্রীমা সহজাতক বিধয়ে, আইনের ১৩ ধারার উপধারা ১-এর বিধানসহের প্রতি ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে৷	
স্বাধা় সম্পত্তির বিবরণ এর, যার, টি-নং-৪৪৪৯ (এন.আর. বিধান নং-১৯৪৯) বহুধারা ৪২২১ ও ৪২২২২)-এর অধীনস্থ, সৌকা-উত্তর কানিশপুর, জে.এন-৪-০৩ (জো ১০৩), জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কানিশপুর থানা পঞ্চায়েতের সীমানা অন্তর্গত পর্যবসিত সম্মত ভূমি ও ভবন। ভবনসহুধর যার পর্যায়মা ৮.৬৬ হেক্টর৷ন ব্যাঙ জারি। সম্পত্তির চার সীমানা- উত্তরঃ তক্ত চক্রবর্তী ও থানা৷ দক্ষিণঃ দীপেন হালদার ও অন্যান্যদের ব্যাঙ পূর্বে তক্ত চক্রবর্তী ও অন্যান্য পশ্চিমঃ ৬ ভুট চওড়া ইটের রাস্তা।	
 তারিখ- ২০.০৪.২০২৬	 স্বা - চিক মাসেনো৷র এন্ড অথোরাইজড অফিসার স্বা৷ন- কানিশপুর

২১ থেকে ২৩ তারিখ পর্যন্ত ভারত

বাংলাদেশ আমদানি রপ্তানি বন্ধ করল প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২১ এপ্রিল : কোচবিহার সীমান্তবর্তী এলাকা ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত



রয়েছে কোচবিহার জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে। কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার চাংডাবান্ধা রয়েছে ভারত বাংলাদেশ ইমিগ্রেশন চেক পোস্ট। এই ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়েই সাধারণত রপ্তানি এবং আমদানি হয় পাশাপাশি সাধারণ মানুষ প্রতিনি়ন যাতায়াত করে ভারত থেকে বাংলাদেশ-বাংলাদেশ থেকে ভারত বৈধ ভিসা নিয়ে। বিধানসভা ভোটের কারণে ২১ এপ্রিল সকাল ৬ টা থেকে ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত কোচবিহার মেখলিগঞ্জের চাংডাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে এক্সপোর্ট ও ইমপোর্ট বন্ধ করলো প্রশাসন। কেবলমাত্র এসিয়্যাল গুডস অসা যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। পাশাপাশি যে সমস্ত ভারতীয় নাগরিকদের ভেট রয়েছে তারা যদি কেউ বাংলাদেশ থেকে থাকেন তবেই ভারতে প্রবেশ করতে পারবেন এবং জরুরী ভিত্তিতে মেডিকেল ভিসা নিয়ে বাংলাদেশী মানুষ প্রবেশ করতে পারবেন ভারতবর্ষে। এর বাইরে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রবেশ আগামী তিন দিন বন্ধ করলে প্রশাসন।

DHAVAL EXPORTS LIMITED
Regd. Office: P-9, Shibtolla Street, 4th floor, Kolkata-700007 e-mail : mrgroup.dol@gmail.com CIN: L51900WB2005PLC101305
NOTICE
This is to inform you that as per Regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") the Board of Directors of the Company have decided to meet on Saturday, the 30th day of May, 2026 at 3 P.M at the Registered Office of the Company to consider and take on record the Audited Financial Result for the Quarter and financial year ended 31st March 2026
By Order of the Board For Dhaval Exports Ltd. </

তৃতীয় নর্ম পূরণ করে ভারতের ৯৫তম গ্র্যান্ডমাস্টার বাংলার আরণ্যক

ব্যাংকক, ২১ এপ্রিলঃ দীর্ঘদিনের কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায় এবং একাগ্রতার ফলে পেলেন আরণ্যক ঘোষ। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে দাবা জগতে স্বপ্ন পূরণ করলেন আরণ্যক। বর্তমানে তিনি বাংলার দ্বাদশ এবং ভারতের ৯৫তম গ্র্যান্ডমাস্টার। সম্প্রতি শেষ হয়েছে ব্যাংকক চেস ক্লাব ওপেন। সেখানে শেষ নর্ম পূরণ করে দাবা ইতিহাসে নিজের নাম তুললেন বাংলার এই দাবাড়ু। মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্টে মোট ৯ রাউন্ডে ৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে যৌথভাবে শেষ করেন ২২ বছরের আরণ্যক। আর



এর সাথে হয়ে উঠলেন বাংলার ১২তম এবং ভারতের ৯৫তম গ্র্যান্ডমাস্টার। চার বছর আগে ২০২২ সালে স্পেনে সার্টস ওপেনে প্রথম নর্ম হাসিল করেছিল আরণ্যক। তখন থেকে যাত্রা শুরু। আনোমাস মাস্টার্সে অর্জন করেন দ্বিতীয় নর্ম। আর তৃতীয় নর্মটি পেলেন ব্যাংকক চেস ক্লাব ওপেনে। পাশাপাশি দেশীয় পর্যায়েও অত্যন্তপূর্ণ সাফল্য আরণ্যকের। পথ মসৃণ ছিল না। ধাপে ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। আরণ্যক খেলার সময় নিজের একটি কৌশল মেনে চলেন। প্রতিপক্ষ যখন প্রস্তুত, তখন তিনি গেম বদলে ফেলেন। আরন্যকের এই কৃতিত্ব শুধু ব্যক্তিগত নয়, গোটা বাংলা তথা ভারতের দাবা মহলের জন্য গর্বের মুহূর্ত। তাঁর এই সাফল্য নতুন প্রজন্মের দাবাড়ুদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

টি-২০ বিশ্বকাপে গড়াপেটার ছায়া, আড়ালে লরেন্স বিবেগই! কানাডা টিমের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু আইসিসির

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২১ এপ্রিলঃ টি-২০ বিশ্বকাপ ঘিরে বড়সড় অভিযোগ। কানাডা দলের বিরুদ্ধে ফিল্ডিংয়ের তদন্ত শুরু করেছে আইসিসি। সামনে এসেছে উদ্বেগজনক তথ্য-একটি কুখ্যাত অপরাধচক্রের সম্ভাব্য যোগ। কেন্দ্রে

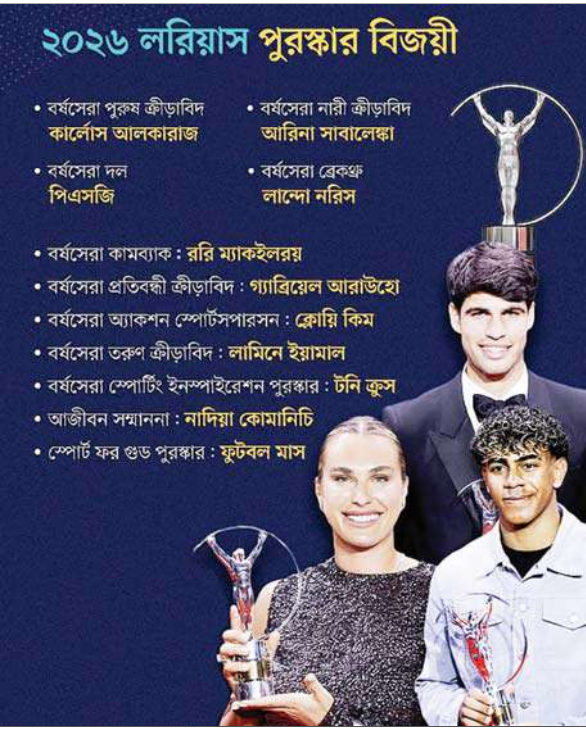


কানাডার অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়া। গ্রুপ পর্যায়ে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচকে কেন্দ্র করে প্রথম সংশয় ঘনায়। আলোচনায় উঠে আসে বিশেষ একটি ওভার, যেখানে খরচ হয় অস্বাভাবিক রান। বিচার-বিবেচনার পর আইসিসির দুনীতিদমন শাখা

জড়িত থাকতে পারে। কানাডায় এই সংগঠন ইতিমধ্যে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। রিপোর্ট অনুযায়ী, দলের অন্দরে প্রভাব খাটতে হুমকি আসত। নির্দিষ্ট কিছু খেলোয়াড়কে দলে রাখার জন্য কয়েকজন ক্রিকেটারকে চাপ দেওয়া হয়। তেমনই একজনের দাবি, ঘটনা

সত্য। তিনি এবং তাঁর পরিবার হুমকি-বার্তা পেয়েছেন। এমন গুরুতর অভিযোগ তদন্তকে আরও জটিল করে তুলেছে। চলতি বিতর্কে লিপ্তরাষ্ট্র বাজওয়ার অধিনায়ক হওয়া নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। বিশ্বকাপের টিক আগে তাঁর দায়িত্বলাভ অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক ঠেকেছিল। অভিযোগ, সাক্ষাতের নেপথ্যে বাইরের চাপ কাজ করেছে। এমনকি দলের মধ্যে বিরোধিতা করা খেলোয়াড়দের ভয় দেখানো হয়েছিল বলেও দাবি। তদন্তে আরও একটি নাম উঠে এসেছে, যিনি প্রশাসনিক স্তরে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ। যদিও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সমস্ত দাবি অস্বীকার করেছেন। ঘটনাটি শুধু মাত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বোর্ডের কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েও উঠেছে সংবাদ। কানাডা ক্রিকেটের একাধিক বর্তমান ও প্রাক্তন কর্তার নাম ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতীতে ম্যাচের নির্দিষ্ট অংশ প্রভাবিত করার অভিযোগও সামনে এসেছে। তবে এই সমস্ত অভিযোগের কোনওটাই প্রমাণিত নয়। তদন্ত চলছে। আপাতত চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা।

খেলাধুলার ‘অস্কার’ পেলেন ইয়ামাল, আলকারাজ, সাবালেঙ্কা



সংবাদ সংস্থা, মাদ্রিদ, ২১ এপ্রিলঃ ‘খেলাধুলার অস্কার’খ্যাত লরিয়াস বর্ষসেরা পুরস্কার অনুষ্ঠানে এবার আর্কাইভের কেন্দ্রে ছিল টেনিস। শীর্ষ দুই পুরস্কারের দুটিই নিজেদের করে নিয়েছেন দুই টেনিস তারকা। বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন স্প্যানিশ টেনিস তারকা কার্লোস আলকারাজ এবং বর্ষসেরা নারী ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জিতেছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। ক্যারিয়ারে প্রথমবার এ পুরস্কার পেলেন আলকারাজ ও সাবালেঙ্কা। মাদ্রিদের সিবিলেস প্যালাসে গতকাল রাতে এক জমকালো অনুষ্ঠানে দেওয়া হয় এই পুরস্কার। যেখানে বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার উঠেছে বার্সেলোনার ১৮ বছর বয়সী স্প্যানিশ উইঙ্গার লামিনে ইয়ামালের হাতে। ২০২৬ সালের এ আয়োজন উপস্থাপনা করেন ক্রীড়াঙ্গণের দুই তারকা নোভাক জকোভিচ ও অহলিন গু। টেনিসে

গত বছরটা দারুণ কেটেছে ২২ বছর বয়সী আলকারাজের। ব্রেক্স ওপেন ও ইউএস ওপেন জিতেছেন। আর এই সাফল্যের কারণেই বর্ষসেরা পুরুষ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার পেয়েছেন ইয়ামাল। পুরস্কার পেয়ে আলকারাজ বলেছেন, “যাঁরা খেলাধুলা এত গভীরভাবে বেয়েন, তাঁদের কাছ থেকে এই স্বীকৃতি পাওয়া আরও বেশি অর্থবহ। এই রাত আমি কোনো দিন ভুলব না, হৃদয়ে গেঁথে থাকবে সব সময়।” নারীদের শীর্ষ বাছাই সাবালেঙ্কা গত বছর জিতেছিলেন ইউএস ওপেন। এটি ছিল তাঁর চতুর্থ গ্র্যান্ড স্ল্যাম। পুরস্কার হাতে নিয়ে সাবালেঙ্কা বলেন, “আমি এখন কাঁপছি। আমার নামটা যেসব কিংবদন্তি খেলোয়াড়র পাশে লেখা হবে, যাঁদের দেখে বড় হয়েছি, যাঁদের অনুসরণ করেছি। বিষয়টা ভারতেরই একটি অবিশ্বাস্য লাগছে।” বর্ষসেরা তরুণ ক্রীড়াবিদের পুরস্কার গ্রহণের পর

ইয়ামাল বলেছেন, “আমি এই পুরস্কার পেয়ে খুবই আনন্দিত। এটা আমার জন্য বড় সম্মানের। আমি একাডেমিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমার পরিবারকে-আমার মা, যিনি আমার ভাইকে নিয়ে বাড়িতে আছেন, আমার বাবা, আমার ঠাকুমা, আমার সতীর্থরা এবং সেই দলকে, যারা সব সময় আমাকে সমর্থন করে।” লরিয়াসে দুবার বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের পুরস্কার জেতা লিওনেল মেসিকেও সম্মান হওয়া ইয়ামাল, “আমার কাছে লিওনেল মেসি ইতিহাসের সেরা খেলোয়াড়। সব খেলাধুলার মধ্যে তিনি সেরা কি না, জানি না, তবে না হলেও খুব কাছাকাছি আছেন। তিনি একজন আদর্শ। তিনি যা অর্জন করেছেন, তার জন্য সবাই তাঁকে সম্মান করো।” বর্ষসেরা দল নির্বাচিত হয়েছে পিএসজি। গত মরসুমে ট্রেনল জয়ের পথে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতে ফ্রান্সের ক্লাবটি।

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন তারকা ব্যাটার, অঠে জলে সিএসকে

চেন্নাই, ২১ এপ্রিলঃ চোট সারিয়ে এখনও ফেরেননি মহেন্দ্র সিং থোনি। কয়েকদিন আগেই চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন অভিজ্ঞ ক্রিকেটার খলিল আহমেদ। এ বার আরও বড় ধাক্কা খেল চেন্নাই সুপার কিংস। কার্যত মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল তাদের। চোটের জন্য আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন তারকা ক্রিকেটার আয়ুষ মাত্রো। ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে হামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। তার পরেই আশঙ্কা বাড়ছিল এই তরুণ ক্রিকেটারকে নিয়ে। সেটাই সত্যি হলো। চোট সারিয়ে ফিরতে অন্তত ছয় থেকে ১২ সপ্তাহ সময় লাগবে আয়ুষের। ফলে আইপিএল-এর বাকি ম্যাচগুলিতে আর খেলতে পারবেন না তিনি। মঙ্গলবার এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই খবর নিশ্চিত করে চেন্নাই সুপার কিংস। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে তারা জানায়, ‘বাঁ পায়ের হামস্ট্রিংয়ে চোটের কারণে আইপিএল ২০২৬ থেকে ছিটকে গিয়েছে আয়ুষ মাত্রো।’ ১৮ এপ্রিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সময়ে এই চোট পেয়েছিলেন তিনি। অন্তত ৬-১২ সপ্তাহ সময় লাগবে চোট সারিয়ে ও রিহাব করে ক্রিকেটে ফিরতে। আয়ুষের দ্রুত সুস্থতা কামনা করি আমরা।’ আয়ুষের অভাব যে চেন্নাইকে বড় বিপাকে ফেলবে, তা আগেই জানিয়েছিলেন ব্যাটিং কোচ মাইক হাসি। সেটাই সত্যি হলো অবশেষে। এসআরএইচ-এর বিরুদ্ধে ম্যাচে ১৯৫ রান তাড়া করতে নেমে সিএসকে-এর ইনিংসের চতুর্থ ওভারে ঘটে এই ঘটনা। দ্বিতীয় রান নেওয়ার সময়ে দৌড়তে সমস্যায় পড়েন আয়ুষ। ফিজির কাছে এসে গতি কমিয়ে দেন। বসে পড়েন মাটিতে। ছুটে আসেন মেডিক্যাল স্টাফ ও ফিজিওরা। তবে



চোট নিয়েও ব্যাটিং করেন। তবে বেশিক্ষণ এ ভাবে খেলতে পারেননি। আউট হয়ে সাপোর্ট স্টাফ ও দলের ফিজিওর সাহায্য নিয়ে মাঠ ছাড়েন। চোখমুখে যন্ত্রণার ছাপ ছিল স্পষ্ট। এ বার পাকপাকি ভাবেই ছিটকে গেলেন তিনি। চলতি আইপিএল-এ সিএসকে-র হয়ে দারুণ ছন্দে ছিলেন আয়ুষ মাত্রো। টপ অর্ডারে বড় ভরসা ছিলেন। ছয় ম্যাচে প্রায় ১৭৮ স্ট্রাইক রেটে করেছিলেন ২০১ রান। এর মধ্যে ছিল দুটো হাফ সেঞ্চুরি।

বুন্দেশলিগা জিতে কাকাতুয়ার স্ট্যাচু হাতে সেলিব্রেশন বায়ার্ন মিউনিখের! কিন্তু কেন?

সংবাদ সংস্থা, মিউনিখ, ২১ এপ্রিলঃ অক্ষের হিসেবে চ্যাম্পিয়ন। তবু বেহেতু লিগ শেষ হয়নি, তাই হাতে আসেনি ট্রফি। তাই বলে উদযাপন? সেটা কিন্তু থেমে নেই। স্টুটগার্টকে হারিয়ে বুন্দেশলিগা

তোলেন। কেউ কাঁধে রাখেন, কেউ হাতে তুলে ধরেন। কোচ ভিনসেন্ট কোম্পানিও উদযাপনে অংশ নেন। গোড়ার কথা জানতে ফিরে যেতে হবে গত মরসুমে। বায়ার্ন দল একসঙ্গে একটি রেস্টোরায় বসে অন্য

খানাপুলিশ হয়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু কিমশর্ফার্ম! তদন্তের আগেই সর্বসমক্ষে উন্মুক্তিত কাকাতুয়া! বায়ার্ন টিম বুন্দেশলিগা টাইটেল উদযাপনের দিন দেখা দেয় হারানিধি। সর্বসমক্ষে উদযাপনের ছবিতেও জয়গা পায় এই মূর্তি। এমন উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পর সেটি আর রেস্টোরায় ‘উড়ে’ যাননি। বরং, উদারমনা রেস্টোরার মালিক আনুষ্ঠানিকভাবে ক্লাবকে উপহার দেন। এরপর থেকে এই স্মারক বায়ার্ন ব্রিগেডের কাছে এক ধরনের সৌভাগ্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বড় ম্যাচ জিতলেই তা সামনে আসে। কাকাতুয়া চুরির আসল মাস্টারমাইন্ড কে? কার দুশ্বর্মে মূর্তিটি বায়ার্নের সাজঘরে এসেছিল? এই নিয়ে কেউ প্রকাশে মুখ খুলতে নারাজ। কয়েকজন ফুটবলারের দিকে সন্দেহের আঙুল উঠেছে চিকিৎসা। কিন্তু তাঁরা মজা করে বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। দলের সহকারী কোচ এখন এই মূর্তির দেখভাল করেন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সেটি সঙ্গে রাখেন। হাতসাফাই-তুতো কাকাতুয়া শুধু একটি মূর্তি নয়, আপাতত বায়ার্ন দলের সংস্কৃতির অংশ, উদযাপনের প্রতীক হয়ে উঠেছে। এমনকি এই প্রতীককে ঘিরে বাজারে এসেছে নতুন পণ্য। ক্লাবের সাফল্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প। হোট একটি ঘটনাই এখন বায়ার্ন মিউনিখের ইতিহাস হয়ে ওঠার পথে। ট্রফির পাশাপাশি উদযাপনের পরিচিত নতুন ছবি।



জেতার পর বায়ার্ন ফুটবলারদের হাতে দেখা গেল এক অদ্ভুত বস্তু-কাকাতুয়ার মূর্তি। সেটাই ঘুরে ঘুরে উঠল দলের প্রত্যেকের হাতে। যা দেখে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, মূর্তিটি এল কোথা থেকে? কেন-ই বা কাকাতুয়া হাতে জমে উঠল উৎসব? যে কোনও ক্লাব বুন্দেশলিগা টাইটেল জিতলে সাধারণত ট্রফি হাতে উদযাপন হয় সিজনের শেষে। তাই স্টুটগার্ট ম্যাচের পর বায়ার্নের হাতে ছিল না কোনও অফিসিয়াল শিল্প। বদলে সামনে আসে একটি পোস্টেলিয়ার কাকাতুয়ার মূর্তি। ফুটবলাররা তা-ই নিয়ে ছবি

টিমের ম্যাচ দেখছিল। সেই খেলার ফলাফলের সুবাদে নিশ্চিত হয় গেলবারের লিগ খেতাব। সকলে মেতে ওঠেন সেলিব্রেশনে। আর টিক তখনই চোখে পড়ে এই কাকাতুয়ার মূর্তি। রেস্টোরার মালিক অনেক বছর আগে প্যারিস থেকে এটি কিনেছিলেন। অদ্ভুতভাবে, ওই রাতে মূর্তিটি ‘ভানিস’ হয়ে যায়। বায়ার্ন টিম সদলবলে বেরনোর সময় কাকাতুয়াও লাপাতা! মূর্তিটি কোথায়, হয়তো রেস্টোরার মালিকের মাথা থেকেও প্রশ্নটি বেরিয়ে গিয়েছিল। কাকাতুয়া হারানোর শোকও ভুলে গিয়েছিলেন তিনি।

পুরুলিয়া অযোধ্যা পাহাড় ভ্রমণের একমাত্র ভরসাযোগ্য ও নিরাপদ ঠিকানা

গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট

Vill : Tilaitanr, PO.: Kadampur, PS : Arsha, Beside Tilaitanr Water Tank, Ajodhya, Purulia, pin : 723201

১) প্রাকৃতিক নিরিবিলি পরিবেশ আধুনিক ব্যবস্থা যুক্ত কটেজ থাকার ব্যবস্থা।
২) অভিজ্ঞদের জন্য দেশী মুরগি, দেশী খাসির মাংস, পছন্দসই চাইনিজ আইডেম, বাঙালি খাবার পাওয়া যায়।
৩) গাড়ি-পিক আপ, সাইট সিংহ, ড্রপ এর ব্যবস্থা আছে। সং ও অভিজ্ঞ ড্রাইভার গাইড করেন।
৪) স্থানীয় সংস্কৃতি - ছোট্ট নাচ, আদিবাসী নাচ, পাভা নাচ এর ব্যবস্থা আছে।

8334826975/9875658238 gitanjaliforestretreat@gmail.com

CHECK IN : 10.00 AM & CHECK OUT : 09.00 AM